শ্রীশ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা।

(বঙ্গানুবাদ-সহিতা)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি বিরচিতা।

শ্রীহরিদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিতা।
(হরিবোল কুটীর)
নবদ্বীপ

প্রথম সংস্করণম্

৪৫২ শ্রীচৈতন্যাব্দা

উৎসর্গ পত্র।

প্রাণ-কোটি-নির্ম্মঞ্ছনীয়-রাতুল-চরণ

শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউর

শ্রীশ্রীকরকমলে—

ভূমিকা।

বিশ্ববিখ্যাত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবত্তি ঠাকুর মহাশয়ই এই চিত্ত চমক-প্রদ **"শ্রীশ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা"** নামক খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। শ্রীল চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরস-শাস্ত্রের শেষ মহাজনও বলা যাইতে পারে। ইনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ লীলার একজন অপ্রতিম সুচতুর চিত্রকর। প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট, সুখপাঠ্য ও সহজ-বোধ্য শব্দ-বিন্যাসে ইনি সিদ্ধ হস্ত। প্রেমভক্তির কোমল তুলিকায় এক অনির্ব্বাচ্য মহামোহন অমিয়রস মাখাইয়া তিনি এই গ্রন্থ-পটে চারিটী মনোজ্ঞ অদ্ভুত ও সুচারু মিলন-চিত্র অঙ্কিত করিয়া ব্রজরস-লোলুপ পাঠক ও সাধকদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। চিত্র-চতুষ্টয়ই রস-পরিবেশনে, শব্দ-বিন্যাস চাতুর্য্যে ও ভাব-মাধুর্য্যে রসিকজনের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া থাকে, যুগল সাধকের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়া তোলে; অলৌকিক হাস্য-রসের ছটায় মন প্রাণ মাতাইয়া এক অপার্থিব উজ্জ্বল জগতে উন্নীত করে। আলঙ্কারিকগণ বলেন—"রসে সারঃ চমৎকারঃ।"—ফলতঃ এই গ্রন্থে প্রতি প্রবন্ধে রস-সার-চমৎকারিত্বই প্রদর্শিত হইয়া **'চমৎকার-চন্দ্রিকা'** নামের সার্থকতা বহন করিতেছে। এই পুস্তিকার প্রবন্ধ সমূহকে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার **'কুতূহল'** নামে অভিহিত করিয়াছেন। "রম্যবস্তু সমালোকে লোলতা স্যাৎ **কুতূহলম্**"—এই উক্তির যাথার্থ্যও এই গ্রন্থ পাঠেই সহৃদয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা-বৈচিত্র্যও এমনই চমৎকার যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের যাঁহারা চির বিরোধী বলিয়া জগৎ-প্রসিদ্ধ, তাঁহারাই এই ক্ষেত্রে সেই মহা-মিলনের মহা সহায়ক। ইহাঁর প্রথম কুতূহলে—মঞ্জুষিকা-মিলন, দ্বিতীয়ে অভিমন্যু বেশে, তৃতীয়ে বৈদ্য-বেশে ও চতুর্থে গায়িকা-বেশে মিলন বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীল চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন মহাজনগণের পদাবলীতেও এতাদৃশ মিলনের যথেষ্ট আভাস পরিদৃষ্ট হয়।

বহুপূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাটের শ্রীশ্রীযুক্ত রাধিকালাল গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থখানির অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি মহোদয় শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক ভক্ত মহাজন কৃত পয়ারে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বহু অনুসন্ধানের পর অল্পদিন হইল শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীল নরহরি দাস বাবাজি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে একখানা মূল পুথি পাইয়াছি; তাহাতে বহু ত্রুটি ছিল। বরাহনগর শ্রীপাট বাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে দুইখানা হস্তলিপি পাইয়া ইহার পাঠ শোধিত হইয়াছে। পরম পূজ্য শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ শাস্ত্রী মহাশয় আমূল সংশোধন করিয়া এ দীনহীনকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য প্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ প্রভৃতি মহামনস্বীগণের আন্তরিক আগ্রহে ও কতিপয় বৈষ্ণব শাস্ত্রানুরাগী বন্ধুজনের অর্থ সাহায্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেন—তাঁহাদের সকলেরই শ্রীচরণে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সর্ব্বাদ্য শ্লোকটীর পাঠার্থ নির্ণয় করিতে একটু কষ্ট কল্পনা করিতে হইয়াছে। সকল পুথিরই এক রকম পাঠ—এইজন্য স্বকল্পিত পাঠান্তর দিতে সাহস করি নাই। অন্যান্য স্থলে পাঠান্তর সমূহ পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল গোস্বামি মহোদয়দিগের অক্ষর-গুলি বজায় রাখাই আমার তাৎপর্য্য। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধিকালালের শ্রীচরণ-স্মরণে মুলানুগত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ভ্রম, প্রমাদাদি দোষ আমার যথেষ্টই আছে, বিশেষতঃ মুদ্রাকর প্রমাদ ত অনিবার্য্য। সকল ত্রুটীর জন্যই দীনহীন প্রকাশক সহৃদয় পাঠকগণের শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। এ গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া যদি কেহ বিন্দুমাত্রও আনন্দা-নুভব করেন,—তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়। ইতি—

চৈত্র, ৪৫২ গৌরাব্দ
হরিবোল কুটীর
নবদ্বীপ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস

শ্রী শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

যৎকারুণ্যাং শুচিরস চমৎকার বারাং নিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধা-গিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়ন্তর্ষয়েন্নঃ।
তেষামেকং* পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ
সোঽবাদন্তে দর্শনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্যরূপঃ ॥০॥

প্রথমং কুতূহলম্॥

মাতঃ প্রাতঃ কিমিহ কুরুষে নহ্যতে পেটিকেয়ং
যত্নাদস্যাং কিমিহ নিহিতং কিন্তবানেন সূনো!

বঙ্গানুবাদ।

যাহার করুণা মনুষ্যদিগকে শ্রীরাধা গিরিধরের শুচি (শৃঙ্গার) রসময় চমৎকার-সাগর স্পর্শ করাইয়া তজ্জন্য তৃষ্ণাতুর করায়— [অর্থাৎ—যাহার করুণা হইলে মনুষ্যের মন—শ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অপার ও অগাধ শৃঙ্গার-রস-সাগর স্পর্শ করিতে পারে এবং তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির জল প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুলতার ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল রসময় লীলা শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হয়] সেই [ভগবান্] শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু—উজ্জ্বল রসময় সেই চমৎকার সাগরের একবিন্দু লাভ করিবার জন্য আশা-সঞ্চারী নয়ন কটাক্ষে অপরাধের দন্তপংক্তি [বিষময় ফলভোগ] হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন॥

প্রথম কুতূহল।

[পূর্ব্বাভাস—একদিন প্রাতঃকালে শ্রীব্রজরাজ-মহিষী একটি

* তদ্যৈবৈকং।

জ্ঞাতব্যেন প্রণয়িসখিভিঃ খেল গেহাদ্বহি স্ত্বং
জিজ্ঞাসা মে ভবতি মহতী ব্রূহি নো চেন্ন যামি ॥১॥
অস্যাং চন্দন-চন্দ্র-পঙ্কজ-রজঃ কস্তূরিকা কুঙ্কুমা-
ন্যঙ্গানামনুলেপনার্থমথ তন্নেপথ্যহেতো স্তথা।
কাঞ্চী-কুণ্ডল-কঙ্কণাদ্যনুপমং বৈদূর্য্যমুক্তা-হরি-
দ্রত্নাদ্যম্বরজাতমপ্যতিমহানর্ঘ্যং ক্রমাদ্বর্ত্ততে ॥ ২ ॥
অত্রেদং নিদধাসি কিং মম কৃতে রামস্য বা নন্দন !
ব্রূম স্ত্বামবধেহি যা তু ভবতোঃ হেতুঃ কৃতা পেটিকা।
*সাঽন্যাঽতোঽপি বৃহত্যনর্ঘ্য-মণিভাগেবং বলস্যাপরা
তৎ কস্মিংশ্চন তে † জনন্যুরুরিয়ান্ স্নেহো যতো যাস্যতি॥৩॥

পেটিকার মধ্যে বস্ত্রাদি নানাবিধ বিলাসের সামগ্রী রাখিতেছেন—এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—]

শ্রীকৃষ্ণ—মাতঃ! প্রাতঃকালে আপনি কি করিতেছেন? মাতা—বৎস! একটি পেটিকা সাজাইতেছি; শ্রীকৃষ্ণ—যত্নপূর্ব্বক ইহার মধ্যে কি দ্রব্য রাখিতেছেন? মাতা—বৎস! তোমার তাহা জানিবার কি প্রয়োজন? তুমি গৃহের বাহিরে গিয়া প্রণয়ী সখাদিগের সহিত খেলা কর। শ্রীকৃষ্ণ—আমার জানিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল হইয়াছে—যদি না বলেন, আমি এস্থান হইতে যাইব না॥ ১ ॥

মাতা—বৎস! এই পেটিকার মধ্যে অঙ্গানুলেপন জন্য চন্দন, কর্পূর, পদ্ম-পরাগ, কস্তূরিকা ও কুঙ্কুম প্রভৃতি এবং বেশের জন্য কাঞ্চী, কুণ্ডল, কঙ্কণ প্রভৃতি, অতুলনীয় বৈদূর্য্য মণি, মুক্তা ও মরকত রত্নাদি এবং বহুমূল্য বসনসমূহ ও বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—মা! এই পেটিকার মধ্যে যে সকল বস্তু রাখিয়াছেন—তাহা কি আমার জন্য কিম্বা বলরামের জন্য? মাতা—হে নন্দন। বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার জন্য যে পেটিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আছে, ইহা অপেক্ষা অনেক বড় এবং তাহাতে মহামূল্য মণিসমূহ রহিয়াছে। তদ্রূপ বলরামের জন্যও আর একটি প্রস্তুত

---

* সান্যেতো··· † কস্মিন্ বলতে........যস্যাসি

অস্মৎপুণ্যতপঃ ফলেন বিধিনা দত্তোঽসি মহ্যং যথা
মৎপ্রাণাবনহেতবে ব্রজপুরালঙ্কার সূনো তথা।
কন্যা কাচিদিহাস্তি মন্নয়নয়োঃ কর্পূরবর্ত্তিঃ পরা
তস্যাঃ অম্বর মণ্ডনাদিধৃতয়ে সেয়ং কৃতা পেটিকা ॥৪॥
কাঽসৌ কস্য কুতস্তরাং জননি! বা তস্যামতিস্নিহ্যসি
ক্বাঽহস্তে তদ্বদ সর্ব্বমেব শৃণু ভো যা মে সখী কীর্ত্তিদা।
তস্যাঃ কুক্ষিখনে রনর্ঘ্যমতুলং মাণিক্যমেতৎ স্বভা-*
বীচীভি র্বৃষভানুমুজ্জ্বলয়তে মূর্ত্তং তদীয়ং তপঃ ॥৫॥
সৌন্দর্য্যাণি সুশীলতা গুরুকুলে ভক্তি-স্ত্রপাশালিতা
সারল্যং বিনয়িত্বমিত্যধিধরং যে ব্রহ্মসৃষ্টা গুণাঃ।

করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ—তবে মাতা বলুন দেখি—কাহার প্রতি মহা স্নেহ প্রকাশ করিয়া এই পেটিকাটী সাজাইতেছেন? ৩॥

জননী—হে বৎস! হে ব্রজপুরালঙ্কার! আমাদের পুণ্য তপঃ ফলে, আমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বিধি যেমন তোমাকে আমায় প্রদান করিয়াছেন—তদ্রূপ [আমার জীবাতুস্বরূপা] এক কন্যা এই গোকুলে আছে, সে আমার (তাপিত) নয়নযুগলের শ্রেষ্ঠ কর্পূরবর্ত্তি-সদৃশা—তাহারই বসনভূষণ রাখিবার জন্য আমি এই পেটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে জননি! সেই কন্যা কে? কাহার কন্যা? সে কোথায় থাকে এবং কেন আপনি তাহাকে এত স্নেহ করেন? এই সকল বিষয়ই আমাকে বলুন। মাতা—হে বৎস! শ্রবণ কর, আমার যে কীর্ত্তিদা নামে এক সখী আছে, তাহারই কুক্ষি-খনি (গর্ভ-খনি) হইতে অনর্ঘ্য (মহামূল্য) ও অতুলনীয় এই কন্যারত্ন প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় কান্তি-তরঙ্গ দ্বারা বৃষভানুকে [জ্যৈষ্ঠ মাসের সূর্য্যকে, পক্ষে বৃষভানুনামক গোপরাজকে] ও উজ্জ্বল করিয়াছে। এই কন্যাকে বৃষভানুরাজার মূর্ত্তিমান তপ বলিলেই হয় ॥ হে বৎস! সৌন্দর্য্যরাশি, সুশীলতা, গুরুজনগণে ভক্তি, লজ্জা-

---

* প্রভা

তে যত্রৈব মহত্ত্বমাপুরথ মে স্নেহস্তু নৈসর্গিকঃ
সা রাধেত্যথ গাত্রমুৎপুলকিতং কৃষ্ণোহংশুকেনাপ্যধাৎ॥৬॥
সা পত্যুঃ সদনেঽস্তি সম্প্রতি পতিশ্চাস্যা ইহৈবাগতো
গোষ্ঠেন্দ্রেণ সমং স্বগৈহিককৃতি-ব্যাসঙ্গহেতো র্বহিঃ।
আস্তে সংসদি যর্হি বীক্ষিতু ময়ং মামেষ্যতি প্রীতিতো
বক্ষ্যাম্যেনমিমাং বহন্ নিজগৃহং তাং প্রাপয়ন যাস্যতি ॥৭॥
অত্রান্তরে নিকটমাগতয়া লবঙ্গ-
বল্ল্যা দ্রুতং নিজগদে শৃণু গোষ্ঠরাজ্ঞি!
আহূতপূর্ব্বমিহ যৎ তদিদং সুবর্ণ-
কারদ্বয়ং কলয় রঙ্গণ-টঙ্গণাখ্যম্॥ ৮ ॥

শালিতা, সরলতা, বিনয়িতা প্রভৃতি যে সকল গুণ পৃথিবীতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে—সেই গুণরাজি তাহাকে আশ্রয় করিয়াই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; [অর্থাৎ গুণসমূহ যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই মহৎ করে, কিন্তু এই কন্যার আশ্রয়ে তাহারাই মহৎ হইয়াছে—ইহাই আশ্চর্য্য]; তাহাতে আমার স্বাভাবিক স্নেহ—তাহার নাম "রাধা"। জননীমুখে শ্রীরাধার গুণরাজি ও নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গাত্র উৎপুলকিত হইলে তাহা তিনি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন॥ ৫-৬ ॥

সে পতি-গৃহে আছে—সম্প্রতি তাহার পতিও আমাদের এখানেই আসিয়াছে—কোনও গৃহকার্য্যের জন্য গোষ্ঠরাজের সহিত পরামর্শ উপলক্ষে বাহিরে সভায় রহিয়াছে—যখন আমাকে দেখিতে অন্তঃপুরে আসিবে—তখনই আমি তাহাকে প্রীতি সহকারে বলিব [হে অভিমন্যো!] তুমি এই পেটিকা বহন করিয়া নিজগৃহে লইয়া রাধাকে অর্পণ করিও॥ ৭ ॥

এমন সময়ে লবঙ্গলতা নামে এক দাসী নিকটে আসিয়া কহিলেন—হে গোষ্ঠরাজ্ঞি! আপনি পূর্ব্বে যাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই 'রঙ্গণ' ও 'টঙ্গণ' নামক দুইজন স্বর্ণকার আসিয়াছে—দেখুন॥ ৮ ॥

শ্রুত্বৈতদাহহন্তমুতুবাচ ততো ব্রজেশা
কৃষ্ণস্য-কুণ্ডল-কিরীট-পদাঙ্গদাদি।
নির্ম্মাপয়ন্ত্যচিরতো বহিরেমি যাবৎ
ত্বং পেটিকাং নয় গৃহান্তরিতো ধনিষ্ঠে॥ ৯॥

ইত্যুক্তাস্যাং গতায়াং সুবল মুখ-সুহৃৎস্বাগতেষ্বাত্তমোদ-
স্তৈঃ সাকং মন্ত্রয়িত্বা কিমপি রহসি তাং পেটিকা মুদ্ঘটয্য।
নিষ্কাশ্যাতঃ সমস্তং মণি বসন কুলান্যর্পয়িত্বা ধনিষ্ঠা-
পাণৌ তস্যাং প্রবিশ্য স্বয়মথ সখিভি র্মুদ্রয়ামাস তাং সঃ ॥১০

দ্বিত্রিক্ষণোপরমতঃ প্রণমন্তমেত্য
তত্রাভিমন্যুমভিবীক্ষ্য পুরো যশোদা।
পৃষ্ট্বা শমাহ শৃণু ভো ভবতো গৃহিণ্যা
হেতোঃ কৃতাস্ত মণিমণ্ডন পেটিকেয়ম্॥ ১১ ॥

এই বাক্য শ্রবণে আনন্দিতা হইয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা ধনিষ্ঠাকে বলিলেন—"হে ধনিষ্ঠে! কৃষ্ণের কুণ্ডল, কিরীট ও পদাঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইতে বাহিরে যাইতেছি—শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব—তুমি এতাবৎ কালের জন্য গৃহমধ্যে লইয়া এই পেটিকাটীকে সংরক্ষণ কর॥৯॥

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বরী চলিয়া গেলে সুবল প্রভৃতি (প্রিয়নর্ম্ম) সখাগণ আগমন করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের আগমনে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাদের সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনস্থানে সেই পেটিকাটী খুলিয়া তাহা হইতে মণি, বসন ও ভূষণাদি সমস্ত বস্তু বাহির করিয়া ধনিষ্ঠার হস্তে দিলেন; এবং স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিয়া সখাগণদ্বারা পুনরায় পেটিকাটী আবদ্ধ করাইলেন॥ ১০ ॥

ক্ষণকাল পরে শ্রীব্রজেশ্বরী গৃহে আগমন করিলে অভিমন্যু আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যশোদা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া কুশল জিজ্ঞাসার পরে বলিলেন—"হে অভিমন্যো! তোমার গৃহিণীর জন্য এই মণিময় অলঙ্কারে পূর্ণ এই পেটিকা প্রস্তুত হইয়াছে॥ ১১ ॥

অস্যামনর্ঘ্য মণিকাঞ্চন দাম বাসঃ
কস্তুরিকাত্মতি মনোহরমস্তি বস্তু।
নান্যত্র বিশ্বসিমি তেন বহং স্বমেব
গত্বা গৃহং নিভৃতমর্পয় রাধিকায়ৈ ॥ ১২ ॥

সন্দেষ্টব্যমিদং মদক্ষি-সুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিত-পেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল-জ্জ্যোতিষা।
ত্বদ্‌গাত্রোচিত-মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্‌বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রুত্বৈতত্ত্বরিতং ব্রজেশ্বরি! যথৈবাজ্ঞা তবেতি ব্রুবন্
ধৃত্বা মূর্দ্ধণি পেটিকাং স্বভবনং প্রীত্যাহভিমন্যু র্যদা।
গন্তুং প্রক্রমতে স্ম তহ্যভিসরন্ কৃষ্ণ স্তমারুহ্য তদ্-
ভার্য্যাং হন্ত! নিজ-প্রিয়াং স্মিতমধাৎ স্বং কৌতুকাব্ধৌ কিরন্॥১৪॥

ইহার মধ্যে মহামূল্য মণি, কাঞ্চনমালা, বসন, কস্তূরিকা প্রভৃতি মনোরম বস্তুনিচয় বিদ্যমান আছে; আমি অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করি না, অতএব তুমিই এই পেটিকাটী স্বয়ং বহন করিয়া গৃহে যাইয়া নিভৃতে শ্রীরাধিকাকে অর্পণ কর ॥ ১২ ॥

তাহাকে এই সমাচার বলিও—"হে মদক্ষি-সুখদে! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে, হে রাধে! অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় মৎপ্রেরিত পেটিকা মধ্যস্থ তোমার বল্লভ (অতি প্রিয়, পক্ষে শ্যামসুন্দর) এবং তোমারই গাত্রোচিত এই মণ্ডন দ্বারা তুমি সদাকালের জন্য শৃঙ্গারবতী, (বেশবতী পক্ষে উজ্জ্বলরসবতী) হও এবং সৌভাগ্যলাভে চিরজীবিতা হও ॥ ১৩।

ইহা শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু বলিলেন—"হে ব্রজেশ্বরি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"—ইহা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ ঐ পেটিকা মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি যখন প্রীতি সহকারে নিজালয়ের দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণও অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারই বনিতা নিজ-প্রিয়া শ্রীরাধিকার সমীপে অভিসারী হইয়া আপনাকে কৌতুক-সমুদ্রে নিঃক্ষেপ করিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিলেন ॥ ১৪ ॥

গোপঃ সোঽপি মুদা হৃদাহ তদহং ধন্যঃ কৃতার্থোঽস্মি যন্-
মঞ্জুষান্তরিহাস্তি কাঞ্চন-মণীরাশি র্মহাদুর্লভঃ।
ভারাদেব ময়ানুমীয়ত ইতঃ ক্রীণামি কোটী র্গবাং
যদ্ গোবর্দ্ধন-মল্লবন্মম গৃহে লক্ষ্মী র্ভবিত্রী পরা ॥ ১৫ ॥
গোষ্ঠাধীশ পুরাদ্ ব্রজন্ স্বনিলয়াভ্যাসাবধি স্থানম
প্যারোহৎ-পুলকোল্লসত্তনুরতিপ্রীতি-প্লুতাক্ষিদ্বয়ঃ।
তাদৃগ্ভার-শিরা অপি ক্ষণমপি গ্লানিং স নৈবান্বভূৎ
পূর্ণানন্দঘনং বহন্ কথমহো জানাতু বস্তুশ্রমম্ ॥ ১৬ ॥

গত্বা পুরং স্বজননীং জটিলামুবাচ
মাতঃ! শুভক্ষণত এব গৃহাদগচ্ছম্।
পশ্যাদ্য কাঞ্চন মণীবসনাদি পূর্ণা
লব্ধাঽতিভাগ্যভরতঃ কিল পেটিকেয়ম্ ॥১৭॥

সেই গোপও মনে মনে কহিতে লাগিলেন—"অদ্য আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম, যেহেতু ইহার ভারে অনুমান হইতেছে যে এই পেটিকার মধ্যে মহাদুর্ল্লভ সুবর্ণ ও মণি রাশি রহিয়াছে, আমি ইহাদ্বারা কোটি কোটি গো ক্রয় করিব—তাহা হইলে গোবর্দ্ধন মল্লবৎ আমার গৃহেও পরম লক্ষ্মী বিরাজ করিবেন॥" ১৫॥

অভিমন্যু (এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে) গোষ্ঠাধীশ (নন্দ মহারাজের) পুরী হইতে যাত্রা করিয়া নিজগৃহ নিকট পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে পুলকভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উল্লসিত হইল এবং প্রীতির আতিশয্য বশতঃ চক্ষুদ্বয় হইতে জলপ্রপাত হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাদৃশ ভার শিরে বহন করিয়াও তিনি ক্ষণকালের জন্যও কোনও প্রকার গ্লানি অনুভব করিতে পারেন নাই; যেহেতু পূর্ণানন্দঘন বস্তু বহন করিয়া কি কখনও কাহারও পথশ্রম বোধ হয়? ১৬॥

তখন তিনি গৃহে গমন করিয়া নিজ জননী জটিলাকে বলিলেন—"মা! অদ্য শুভক্ষণেই গৃহ হইতে বাহিরে গিয়াছিলাম; দেখুন, আজ কাঞ্চন, মণি ও বসনাদিতে পূর্ণ এই পেটিকাটী অতি ভাগ্যবশতঃ লাভ করিয়াছি॥ ১৭॥

দত্ত্বা স্বয়ং ব্রজপয়ৈব তব স্নুষায়ৈ
শৃঙ্গার-হেতব ইহাপ্রতিম প্রসাদম্।
কুর্ব্বাণয়া সপদি তাং প্রতি পদ্যমেকং
প্রোচে চ তৎ কলয় সাপি শৃণোত্বদূরে ॥১৮॥

সন্দেষ্টব্যামিদং মদক্ষি-সুখদে শ্রীকীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে
রাধে প্রেষিতপেটিকান্তর গতেনাত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষা।
ত্বদ্গাত্রোচিত মণ্ডনেন নিতরাং ত্বদ্বল্লভেন স্ফুটং
ত্বং শৃঙ্গারবতী সদা ভব চিরঞ্জীবেতি সৌভাগ্যতঃ ॥১৯॥

হৃদাহ তুষ্টা জটিলাতিভদ্র-
মভূদিদং সাম্প্রতমেব দিষ্ট্যা।
বধূর্ভবিষ্যত্যতি সুপ্রসন্না
পুত্রেঽত্র মে লব্ধ-নিজোপকারা ॥২০॥

স্মিত্বাঽথ সা স্পষ্টমুবাচ সূনো!
স্নুষা তথাহং ভবতঃ স্বসা বা।

"হে জননি! ব্রজেশ্বরীই স্বয়ং তোমার স্নুষাকে (পুত্রবধূকে) শৃঙ্গার জন্য এই অপ্রতিম প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন এবং তৎক্ষণাৎ একটী পদ্য (শ্লোক) রচনা করিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন—সেই শ্লোকটী তুমি শ্রবণ কর, সে ও (শ্রীরাধাও) অদূরে থাকিয়া শ্রবণ করুক্ ॥ ১৮ ॥

সমাচারটী এই—"হে মদক্ষি-সুখদে! হে কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিদে! হে রাধে! মৎপ্রেরিত পেটিকার মধ্যস্থ অতি উজ্জ্বল জ্যোতঃপূর্ণ তোমার অতি প্রিয় এবং গাত্রোচিত মণ্ডন (অলঙ্কার) দ্বারা তুমি সর্ব্বদা শৃঙ্গারবতী হইও এবং সৌভাগ্যভরে চিরজীবিনী হও ॥ ১৯ ॥

এই বাক্য শ্রবণে তুষ্টা হইয়া জটিলা মনে মনে কহিলেন—অদ্য ভাগ্যক্রমে বড়ই মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে! এই উপকার প্রাপ্ত হইয়া বধূ আমার পুত্রের প্রতি অতিশয় সুপ্রসন্না হইবে ॥ ২০ ॥

তৎপরে ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রকাশ্যভাবে জটিলা বলিলেন—"হে

ন পারয়িষ্যত্যতিভারমেতদ্
ইতঃ সমুত্থাপয়িতুং কদাপি ॥২১॥
মঞ্জূষিকাং তত্ত্বমতো গৃহীত্বা
শয্যা-গৃহান্ত র্বৃষভানু-পুত্র্যাঃ।
বেদ্যাং নিধায়ৈহি যথোদ্ঘটয্য
সেমাং প্রিয়ং মণ্ডনমাশু পশ্যেৎ ॥২২॥
অত্রান্তরে সহচরীম্বতি হর্ষিণীষু
রাধা রহস্যমলধী র্ললিতা মুবাচ।
অত্যালি! বামকুচদো-র্নয়নোরু চারু
কিং স্পন্দতে মম বদেত্যথ সা জগাদ ॥২৩॥
মন্যে মনোহরমিহাস্তি মণীন্দ্রভূষা-
জাতং স্বয়ং ব্রজপয়া হ্যত এব দত্তম্।
তৎপ্রাপ্তিরূপ শুভসূচক এব রাধে!
স্পন্দোঽতিসৌভগভরাবধিহেতু রেষঃ ॥২৪॥

বৎস! তোমার বধূ, আমি বা তোমার ভগিনী কেহই এই অতিভারী পেটিকা এ স্থান হইতে উঠাইতে কখনও সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥

"অতএব এই মঞ্জূষিকাটী তুমি এস্থান হইতে লইয়া গিয়া বৃষভানু-কুমারীর শয়ন কক্ষের বেদীতে রাখিয়া আস, যাহাতে সে এই পেটিকা খুলিয়া নিজ প্রিয় মণ্ডন শীঘ্রই দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

এই ব্যাপারে সহচরীগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিলে বিমলবুদ্ধি শ্রীরাধা নির্জনে ললিতাকে বলিলেন—"সখি! অত্ত (অস্থানে ও অসময়ে) আমার বামকুচ, বাম বাহু, বাম নয়ন ও বাম উরু প্রভৃতির সুচারু স্পন্দন হইতেছে কেন—বল দেখি? ইহার উত্তরে ললিতা বলিতেছেন—"শ্রীরাধে! মনে হয়—এই পেটিকার মধ্যে মণীন্দ্রভূষাজাত (মণিনির্ম্মিতভূষণ সমুদয়, পক্ষে মণিভূষণসমূহ-পরিধানকারী শ্রীকৃষ্ণ) বিদ্যমান আছে, কাজেই ব্রজেশ্বরী স্বয়ং ইহা প্রদান করিয়াছেন, তোমার বাম অঙ্গ স্পন্দনে তৎপ্রাপ্তি রূপ শুভ সূচনাই করিতেছে—হে সখি! এই স্পন্দনটী অতি সৌভাগ্যের পরাবধি লাভের হেতু ॥২৩।২৪॥

দৃষ্টৈ্ব মন্মনসি কঞ্চন ভাবমেষা
মঞ্জূষিকৈব ললিতে! বিতনোতি বাঢ়ং।
উদ্‌ঘাটয়ামি তদিমামধুনৈব বীক্ষে
সৌভাগ্যদং কিমিহ ভূষণরত্নমস্তি ॥২৫॥
ইত্থং সখীষু সকলাসু তদোৎসুকাসু
তাং পেটিকামভিত এব সমাসিতাসু।
দ্রষ্টুং গতাসু নিবিড়ত্বমথ স্বয়ং সা
দামান্ন্যদস্য রভসাদুদঘাটয়ত্তাং ॥২৬॥
যাবৎ কিমেত দিতি তা অহহেতি হোচু (নোচু)
র্যাবদ্ ভৃশং জহসুরেব স্বহস্ত-তালম্।
যাবত্রপা সহচরী প্রতিবোধমাপ
যাবৎ প্রমোদলহরী শতমুল্ললাস ॥২৭॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"হে ললিতে! দর্শনমাত্রই এই মঞ্জূষিকাই আমার মনে কোনও এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাতিশয্য দান করিতেছে, অতএব ইহাকে এক্ষণেই উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখি ত ইহার মধ্যে সৌভাগ্যদায়ক কি ভূষণরত্ন আছে!" ॥ ২৫ ॥

[শ্রীরাধা ও ললিতা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় অভিমন্যু আসিয়া শ্রীরাধার শয্যার নিকটস্থ বেদিকার উপরে পেটিকাটী রাখিয়া গেলেন।]

এইভাবে সখীগণ উৎসুকা হইয়া তন্মধ্যে কি নিগূঢ় বস্তু আছে দর্শন করিবার জন্য সেই পেটিকার চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইলে পর স্বয়ং শ্রীরাধা অঙ্গের আভরণ সকল ত্যাগ করিয়া সবেগে সেই পেটিকাটী উদ্‌ঘাটন করিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন সখীগণ 'অহহ !!! একি গো !!!" বলিতে বলিতে হাততালি দিয়া অতিশয় হাস্যই করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের (নিদ্রিত) লজ্জারূপা সহচরী তখন জাগিয়া উঠিল এবং শত শত প্রমোদ লহরী উল্লসিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের অনাবৃত অঙ্গসমুদয়কে তখন অনঙ্গ-নক্র গ্রাস করিল, এবং সম্ভ্রম অতিশয় পুষ্টিলাভ করিল [অর্থাৎ তাঁহারা

যাবন্নিরাবরণমঙ্গ মনঙ্গ-নক্রো
জগ্রাস যাবদতিসম্ভ্রম আপ পুষ্টিম্।
তৎপূর্ব্বমেব সহসা তত উত্থিতঃ স
সর্ব্বাঃ কলানিধি রহো যুগপচ্চুচুম্ব ॥২৮॥ [দ্বাভ্যামন্বয়ঃ]

ধন্যং ভূষণবস্তু তে গৃহপতি র্ধন্যো যদানীতবান্
ধন্যা গোষ্ঠ-মহেশ্বরী সখি ! যয়া স্নেহাদিদং প্রেষিতম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতী ভবেতি চ পুন র্ধন্যৈব সন্দেশ-বাগ্
ধন্যং গেহমিদং যদেত্য নিভৃতং মঞ্জূষিকা খেলতি ॥২৯॥

গোষ্ঠেশা নিদিদেশ তে বহুতর স্নেহাত্তত স্তে পতিঃ
শ্বশ্রূরালি তদন্বতীব রভসাদ্দত্ত্বৈব মঞ্জূষিকাম্।
ত্বং শৃঙ্গারবতী ভবেত্যয়ি গুরুত্রয্যা বচঃ-পালনং
গান্ধর্ব্বে ! কুরু সর্ব্বথেতি ললিতা-বাণ্যাথ সা তত্রপে ॥৩০॥

মহাব্যস্ত [হইলেন]। (কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে) ইতঃপূর্ব্বেই কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ সেই পেটিকা হইতে সহসা উত্থিত হইয়া যুগপৎ সকলেরই বদন চুম্বন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭-২৮॥

তদনন্তর ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন—"হে সখি! যে ভূষণবস্তু আসিয়াছে, তাহা ধন্য বটে! যে আনিয়াছে, সেই তোমার গৃহপতিও ধন্য, যিনি স্নেহ করিয়া এই ভূষণ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই গোষ্ঠ-মহেশ্বরীও ধন্যা এবং "হে রাধে! মৎপ্রেরিত ভূষণদ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও।"—এই সমাচারবাণীও ধন্যাই, এবং যাহাতে এই মঞ্জূষিকা আসিয়া খেলা করিতেছে—সেই এই গৃহও ধন্যই ॥ ২৯ ॥

"হে আলি! গোষ্ঠেশ্বরী বহুতর স্নেহভরে তোমাকে আদেশ করিয়াছেন—"আমি যাহা পাঠাইলাম, তাহাদ্বারা তুমি শৃঙ্গারবতী হইও'—এবং তোমার পতি ও শ্বশ্রূ উভয়ই তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতএব হে গান্ধর্ব্বিকে! সর্ব্বথাই গুরুত্রয়ের আজ্ঞা পালন কর।" ললিতার এই বাণী শুনিয়া শ্রীরাধা লজ্জিত হইলেন ॥৩০॥

মঞ্জূষিকান্তরিহ মে বহুরত্নভূষা
আসন্ স্বয়ং ব্রজপয়া সখি ! যা বিতীর্ণাঃ।
সংরক্ষ্য তাঃ ক্বচন ধূর্ত্ত ইহ প্রবিষ্ট
শ্চৌরোঽয়মস্তি তদিদং বদ ভো মদার্য্যাম্ ॥৩১॥

রাধাভিসারিন্নভিমন্যুবাহন !
ক্ষিতিং সতীশূন্যতমাং চিকীর্ষো !
প্রযচ্ছ রত্নাভরণানি শীঘ্রং
নো চেদিহার্য্যামহমানয়ামি ॥ ৩২ ॥

ধূর্ত্তা সখী তে ললিতে ! স্বকৃত্যে
দক্ষাবহিত্থামধুনা ললম্বে।
মামানয়ৎ প্রেষ্য পতিং বলাদ্ যা
মঞ্জূষিকান্তঃ কুতুকাদ্ বসন্তম্ ॥ ৩৩ ॥

মঞ্জূষায়াঃ সৌরভং বীক্ষ্য তস্যা
বস্তূদস্য প্রাপয়ং স্তাং ধনিষ্ঠাম্।

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি ! ব্রজেশ্বরী স্বয়ং এই পেটিকার মধ্যে বহু রত্নভূষণাদি আমার জন্য দিয়াছিলেন—তাহা চুরি করিয়া কোনও স্থানে রাখিয়া এক ধূর্ত্ত চোর মঞ্জূষিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; এই সব কথা তুমি আর্য্যা জটিলাকে জানাও ॥ ৩১ ॥

তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—"হে রাধাভিসারিন্! হে অভিমন্যুবাহিন্! (অভিমন্যুর মস্তকে আরোহণ করিয়া তাহারই পত্নী রাধার নিকট অভিসারী হইয়া আসিয়াছ।) তুমি পৃথিবীকে সতীশূন্য করিতে উদ্যত হইয়াছ। শীঘ্রই রত্নাভরণ সমুদয় ফিরাইয়া দাও, নচেৎ এখানে আর্য্যা জটিলাকে আনয়ন করিতেছি" ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"দেখ ললিতে! তোমার সখী রাধা অত্যন্ত ধূর্ত্তা এবং নিজ কার্য্য সাধনে নিপুণা; আমি কৌতূহলবশতঃ এই মঞ্জূষিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তোমার সখী পতি প্রেরণ করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে আনাইয়া এক্ষণে অবহিত্থা অবলম্বন করিয়াছেন" ॥৩৩॥

তত্র প্রীত্যা প্রাবিশং স্বং সুগন্ধী-
কর্ত্তুং দৈবাদানয়ন্মাং পতি স্তে ॥ ৩৪॥
ন্যায়ং সখ্যো নৌ কুরুধ্বং যদস্যা
দোষঃ স্যাচ্চেদস্তু দণ্ড্যা মমেয়ম্।
নোচেদ্ যুষ্মদ্‌দোর্ভুজঙ্গোগ্রপাশৈ
র্বদ্ধঃ স্থাস্যাম্যত্র তাম্যং স্ত্রিরাত্রম্ ॥ ৩৫ ॥
যস্যৈবং বিভবেন তন্নবযুবদ্বন্দ্বং স্ফুরদ্ যৌবনং
সখ্যাল্যক্ষি-চকোরিকাঃ শরততিং কামো রসঃ স্বাদনাং।
ধ্যানং ভক্ততিঃ সদা কবিকুলং স্বীয়া বিচিত্রা গিরঃ
কীর্ত্তিং ক্ষ্মা ভুবনেষু সাধু সফলীচক্রে নুম স্তৎপরম্ ॥ ৩৬ ॥
ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং প্রথমং কুতূহলম্ ॥১॥

তৎপরে শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে রাধে! আমি এই পেটিকার সৌরভ আস্বাদন করিয়া তদন্তর্গত দ্রব্যসমূহ ধনিষ্ঠাদ্বারা তোমার নিকট পাঠাইয়া প্রীতিবশতঃ মঞ্জুষিকার মধ্যে নিজদেহ সুগন্ধি করিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছিলাম; এমন সময়ে দৈবক্রমে তোমার পতি আমাকে আনয়ন করিয়াছে" ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর সখীগণকে কহিলেন—"হে সখীগণ! আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন করিতেছি; তোমরা বিচার কর দেখি। যদি শ্রীরাধার দোষ হয়, তবে আমি শ্রীরাধাকে দণ্ড করিব; আর যদি আমারই দোষ হয়, তবে তোমাদের সকলের বাহুরূপ ভুজঙ্গের (সর্পের) উগ্রপাশে বদ্ধ হইয়া এখানে তিনরাত্র দুঃখের সহিত অবস্থান করিব" ॥ ৩৫ ॥

যে যুগল কিশোরের এবম্বিধ বৈভবদ্বারা সখীগণ নয়নচকোরকে, কাম নিজ শর সমূহকে, রস আস্বাদনকে, ভক্তবৃন্দ ধ্যানকে, কবিগণ নিজ নিজ বিচিত্র বচনরাজিকে এবং চতুর্দ্দশভুবন মধ্যে এই [ভৌম বৃন্দাবন] পৃথিবী স্বকীর্ত্তিকে উত্তমরূপে সফলীকৃত করিয়াছেন—সেই বিলাসপরায়ণ ও নিত্য-যৌবন (ব্যক্ত-কৈশোর) ব্রজনব-যুব-যুগলকে (শ্রীরাধাকৃষ্ণকে) আমরা স্তুতি করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

ইতি প্রথম কুতূহল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় কুতুহলম্ ॥২॥

প্রাতঃ পতঙ্গতনয়া মনয়া পদব্যা
স্নানায় যাতি কিমিয়ং বৃষভানু পুত্রী।
ইত্যাকুলৈব কুটিলা ব্রজরাজবেশ্ম
কৃষ্ণং বিলোকিতুমগান্মিষতোঽহতি মন্দা ॥১॥
স্নাতুং স চাপি নিজমাতু রনুজ্ঞয়ৈব
তদ্ যামুনং তটমগাদিতি সন্বিদানা।
গন্তুং তদীয় পদলক্ষ্মদিশৈচ্ছদেষা
তত্রৈব যত্র স তয়া* সুবিলালসাতি ॥ ২ ॥
অত্রান্তরে সহচরী তুলসী প্রবিশ্য
কুঞ্জং বিলোক্য ললিতাদি সখী-সমেতাম্।

দ্বিতীয় কুতুহল।

[পূর্ব্বাভাস—একবার মাঘমাসে শ্রীরাধা নিয়ম করিয়া যমুনায় প্রাতঃস্নান উপলক্ষে যাইতেছিলেন; তাহাতে কুটিলার মনে সন্দেহের উদয় হইল। একদিন শ্রীরাধা গৃহ হইতে বাহির হইবার পরেই কুটিলা ছলক্রমে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা অনুসন্ধান করিতে উৎসুক হইয়া শ্রীব্রজরাজ মহলে গমন করিলেন।]

এই বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধা এই পথে যমুনায় প্রাতঃস্নান করিতে যায় কিনা—এই তথ্য জানিবার জন্য আকুল চিত্তে অতি মন্দ কুটিলা কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য কোনও ছলে ব্রজরাজ ভবনে গমন করিলেন॥১॥

কুটিলা পরিজন মুখে জানিল যে শ্রীকৃষ্ণও মা যশোদার আজ্ঞাক্রমে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। (এতৎ শ্রবণে কুটিলার সন্দেহ আরো বৃদ্ধি হইল।) তখন শ্রীকৃষ্ণের (অসাধারণ) পদচিহ্নের অনুসরণপূর্ব্বক যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত সুন্দর সুন্দর বিলাসাদি করিতেছেন তথায়ই যাইতে ইচ্ছা করিল॥ ২ ॥

কুটিলা নিকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী হইলে তুলসী নাম্নী শ্রীরাধার সহচরী কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণে পরিবেষ্টিতা

---

* তয়াশু...

রাধাং প্রিয়েণ সহ হাস বিলাস লীলা-
লাবণ্যমজ্জিত-হৃদং মুমুদেহবদচ্চ ॥ ৩ ॥
ভো ভোঃ প্রসূনধনুষো জনুষোহতিভাগ্য-
বিখ্যাপনায় যদিমং মহমাতনুধ্বে !
তৎ সাম্প্রতং শৃণুত সাম্প্রতমেনমেব
দ্রষ্টুং ব্রজাল্লঘুতরং কুটিলা সমেতি ॥ ৪ ॥
সা ক্ক ক্ক হন্ত ! কথয়েতি সশঙ্কনেত্রং
প্রত্যাশমালিভি রিয়ং নিজগাদ পৃষ্টা ।
সট্টীকরাটবিমসৌ সময়া ব্যলোকি
তর্হ্যেব সম্প্রতি তু বোহন্তিকমপ্যুপাগাৎ ॥ ৫ ॥
প্রোচে হরিঃ ক্ষণমুদর্কমিহৈব কুঞ্জে
স্থিত্বালয়ঃ কলয়তাহমিতো জিহানঃ ।
তাং বঞ্চয়ন্ প্রতিভয়া রচিতাহভিমন্যু-
বেশঃ কুতূহলমিতোহপ্যধিকং বিধাস্যে ॥৬॥

হইয়া প্রিয়তমের সহিত হাসবিলাস-লীলালাবণ্যে মগ্নচিত্ত হইয়াছেন—এতদ্দর্শনে তুলসী আনন্দিতা হইয়া বলিলেন— ॥ ৩ ॥

"ওহে ওহে গোপীগণ ! কুসুমধনুর (কামদেবের) জন্মের অতি ভাগ্য বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে তোমরা যে এই মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছ - তৎসম্বন্ধে এখন একটি কথাও শুন—এই সুন্দর উৎসবটীই দর্শন করিবার জন্য কুটিলা মৃদুমন্দ গতিতে ব্রজ হইতে এদিকে সমাগতপ্রায় ॥ ৪ ॥

ইহা শুনিয়াই সখীগণ 'হায় ! হায় !! সে কোথায় ? বল বল ।" এই বলিয়া সশঙ্কনেত্রে প্রতিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলিলেন—"আমি তখন তাহাকে ষটিঘরার বনের নিকট দেখিয়া আসিয়াছি ; বোধ করি এতক্ষণে এইস্থানেরই নিকটবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে" ॥ ৫ ॥

এতৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে সখিগণ ! তোমরা এই কুঞ্জেই ক্ষণকাল থাকিয়া উদর্ক (ভাবী ফল অথবা সূর্য্যোদয়) দর্শন কর—আমি

ইত্যুক্ত্বা রহসি প্রবিশ্য বিপিনাধীশাত্ততত্তৎ পৃথগ্‌
নেপথ্যৈঃ পিহিত স্বলক্ষ্ম নিচয়ঃ কণ্ঠস্বরং তং শ্রয়ন্‌।
নিষ্ক্রম্যানুসসার তাং স্মৃতিময়ং সাঽঽয়াতি দূরাদ্‌ যয়া
নার্থে হন্ত! বিচক্ষণঃ ক্ব নু ভবেন্নানাকলা-কোবিদঃ ॥৭॥
কস্মাত্ত্বং কুটিলে! ব্রজাদ্‌ ভ্রমসি কিং বধ্বা ইহান্বেষণা
য়ায়াতা ক্ব নু সার্কজাপস্থ্‌ মকর-স্নানং মিষং কুর্ব্বতী।
অত্রৈবাস্তি গতা ক্বচিৎ ক্ব রমণীচৌরঃ স চাপ্যাগতঃ
স্নাতুং ভ্রাতরতোঽম্বয়াস্মি গমিতা কুর্ব্বে কিমাজ্ঞাপয় ॥৮॥
যদ্যপ্যন্ত পরিচ্যুতো মম বৃষো নব্যো হলে যোজনা *
দন্বেষ্টুং তমিহাগতোঽস্মি তদপি স্বস্লৈন সা হৃদ্যথা।

এস্থান ত্যাগ করিয়াই অভিমন্যুবেশ ধারণ করিয়া প্রতিভাদ্বারা কুটিলাকে বঞ্চনা করিয়া ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতুক বিস্তার করিব॥”৬॥

এই বলিয়া কোনও নির্জ্জন কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া তিনি বনদেবী (বৃন্দার) নিকট হইতে অভিমন্যুবেশোপযোগী পৃথক্‌ পৃথক্‌ সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। তদ্দ্বারা নিজ চিহ্নসমূহ আবৃত করিয়া অভিমন্যুর ন্যায় কণ্ঠস্বর আশ্রয় করিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া কুটিলা যে পথে অতিদূরে আসিতেছে, সেই পথেই চলিলেন। অহো! বিবিধ কলা-পারদর্শী ব্যক্তি কি কোথায়ও নিজ কার্য্য সাধনে বিচক্ষণ না হইয়া পারেন? ৭॥

(অভিমন্যুবেশী কৃষ্ণ ও কুটিলার কথোপকথন)—

শ্রীকৃষ্ণ—কুটিলে! এ সময় ব্রজ হইতে কেন বাহিরে যাইতেছ? কুটিলা—বধূর অন্বেষণে এখানে আসিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ—সে কোথায় আসিয়াছে? কুটিলা—যমুনায় মকর স্নান ছলে আসিয়া ইহার মধ্যে কোনও স্থানে আছে। শ্রীকৃষ্ণ—সেই রমণী-চোর কোথায়? কুটিলা—সেও স্নান করিতে আসিয়াছে। এইজন্যই জননী আমাকে ইহাদের বৃত্তান্ত জানিতে পাঠাইয়াছেন। এখন কি করিব, আজ্ঞা কর॥ ৮॥

শ্রীকৃষ্ণ—“হে ভগিনি! অদ্য আমার একটী নবীন বৃষ হলে যোজনা করায় হলচ্যুত হইয়া পলায়ন করিয়াছে—আমি তাহার অন্বেষণে এদিকে

---

* হলোদ্বাহনাৎ·· ······

মদ্দারেষ্বপি লম্পটত্বমিতি যৎ সোঢ়ুং কিমেতৎ ক্ষমে
গত্বা কংসমিতঃ ফলং তদুচিতং দাস্যামি তস্মৈ স্বসঃ ॥ ৯ ॥
যুক্তিং কামপি মে শৃণু প্রথমতো নিহ্নুত্য তিষ্ঠাম্যহং
কুঞ্জেঽস্মিন্ পরিত স্ত্বয়াঽত্র রভসাদন্বিষ্যতাং রাধিকা।
সা কৃষ্ণেণ বিনাস্তি চেদিহ মিষেণানীয়তাং সোঽপি চেদ
আস্তেঽলক্ষিতমেব তত্র নয় মাং বীক্ষ্যৈব তং দূরতঃ॥ ১০॥*
ভ্রামং ভ্রামং ফণি-হ্রদ তটাদ্বীক্ষ্য বীক্ষ্যৈব কুঞ্জা
নন্তঃ প্রোদ্যৎকুটিলিম-ধুরা কেশিতীর্থোপকণ্ঠে।
পুষ্পোদ্যানেঽমল-পরিমলাং কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিবল্লীং
প্রাপালীনাং ততিভিরভিতঃ সেব্যমানাং শনৈঃ সা ॥ ১১ ॥

আসিয়াছি। নবীন বৃষ হারাইয়া গেলেও আমার হৃদয়ে অতি অল্পই ব্যথা লাগিয়াছে; কিন্তু সেই রমণী-চৌর যে আমার পত্নীর প্রতি ও লাম্পট্য প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতে যে দারুণ ব্যথা হইতেছে, তাহা কি সহ্য করিতে পারি? এখান হইতে (মথুরায়) কংস রাজার নিকট গিয়া ইহার উচিত শাস্তি দিতে হইবে॥ ৯॥

"প্রথমতঃ আমার একটী যুক্তি শুন। আমি এই কুঞ্জে লুকাইয়া থাকিব; তুমি শীঘ্রই রাধিকাকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ কর, যদি সে কৃষ্ণ বিনা একাকিনী থাকে, তবে তাহাকে ছলক্রমে এই কুঞ্জে আনয়ন কর— আর যদি কৃষ্ণের নিকটে থাকে, তবে তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই আমাকে অলক্ষিতভাবে সেই স্থানে লইয়া যাইও" ॥ ১০ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কৌটিল্যস্বভাবা কুটিলা কালীয় হ্রদ তট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কুঞ্জ দেখিতে দেখিতে কেশীঘাটের

---

* বীক্ষে রতং দূরতঃ।

কিং স্নাতুমেষি কুটিলে ! নহি তৎ কিমর্থং
যুষ্মচ্চরিত্রমবগন্তু মিহান্বগচ্ছম্ ।
জ্ঞাতং তদাশু ললিতে ! বদ তদ্ ব্রবীমি
কিম্বাঽত্র বক্তি নিখিলং হরিগন্ধ এব ॥ ১২ ॥
সিংহস্য গন্ধমপি বেৎসি স চেদিহাস্তি
নিহ্নুত্য কুত্রচন, তদ্বিভিমোঽতিমুগ্ধাঃ ।
তূর্ণং পলায্য তদিতো গৃহমেব যামঃ
স্নেহং ব্যধা স্ত্বমমলং যদিহৈবমাগাঃ † ॥ ১৩ ॥

নিকটবর্ত্তী এক পুষ্পোদ্যানে আসিয়া দেখিল যে বিমল পরিমল-শালিনী কীর্ত্তিদা-কীর্ত্তিবল্লী শ্রীরাধা সখী (লতাপক্ষে, অলি) মণ্ডলীদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা ধীরে ধীরে তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥ ১১ ॥

[ললিতা ও কুটিলার প্রশ্নোত্তর—]

ললিতা—হে কুটিলে ! তুমি কি স্নান করিতে আসিয়াছ ? কুটিলা—না, ললিতা—তবে কি জন্য ? কুটিলা—তোমাদের চরিত্র জানিতে আসিয়াছি। ললিতা—বেশ, জান। কুটিলা—হে ললিতে ! শীঘ্রই আমি তৎ সমস্ত জানিয়াছি। ললিতা—এখন তাহা একবার নিজ মুখে বল ত। কুটিলা—আর কি-ই বা বলিব ? **'হরি'** গন্ধই সকল খবর বলিয়া দিতেছে ॥ ১২ ॥

ললিতা—[**'হরি'** শব্দের 'সিংহ' অর্থ গ্রহণ করিয়া **বলিলেন**—] কুটিলে ! যদি তুমি সিংহের গন্ধই পাইয়া থাক, তবে অবশ্যই কোনও স্থানে সিংহ লুকাইয়া আছে ; আমরা অতি মুগ্ধা অবলা, বড়ই ভয় হইতেছে ; এখন এখান হইতে পলায়ন করিয়া সত্বরই গৃহে যাইতেছি ; তুমি এ স্থানে এইরূপে আসিয়া বিমল স্নেহই প্রকাশ করিলে !! ১৩ ॥

† যদিহেমমাগাঃ ।

যাস্যন্তি গেহময়ি ধর্ম্মরতা ভবত্যঃ
কীর্ত্তিং বনেষু বিরচয্য কুলদ্বয়স্য।
কিন্ত্বগ্রতো য ইহ রাজতি নীপকুঞ্জ
স্তদ্দ্বারমুদ্‌ঘটয়তাস্মি দিদৃক্ষুরেতম্ ॥ ১৪ ॥
এতৎ কয়াঽপি বনদেবতয়া স্ববেশ্ম
রুদ্ধ্বা গতং শরশলাক-কবাটিকাভ্যাম্।
কা নাম সাহসবতী পরকীয় গেহ-
দ্বারং বিনুদ্য বত দোষমশেষমিচ্ছেৎ ॥ ১৫ ॥
সত্যং ব্রবীষি ললিতে! কুলজাঽসি মুগ্ধা
নৈবাবিশঃ পরগৃহং জনুষোঽপি মধ্যে।

কুটিলা—(ক্রোধভরে) অয়ি! ধর্ম্মপরা সতীগণ! তোমরা বনে বনে কুলদ্বয়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গৃহে যাইবে! কিন্তু সম্মুখে যে নীপ (কদম্ব) কুঞ্জ রহিয়াছে, তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, আমি ইহার অভ্যন্তর দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৪ ॥

ললিতা—কোনও বনদেবতা, নিজ বসতির (নিজ নিকুঞ্জগৃহের) দ্বার শরশলাকানির্ম্মিত কপাটদ্বারা আবদ্ধ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। (অতএব এই নীপ-কুঞ্জের দ্বার উদ্‌ঘাটন যুক্তিযুক্ত নহে।) কোন্ নারী এত সাহসবতী আছে যে পরগৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া অশেষ দোষ গ্রহণ করিতে প্রয়াস করিবে? ॥ ১৫ ॥

কুটিলা—ললিতে! তুমি সত্যই বলিয়াছ! তুমি মুগ্ধা কুলবালাই বটে!! এই জন্মের মধ্যে ও পর গৃহে কোনও দিন প্রবেশ কর নাই!!! কিন্তু নিজগৃহে পর পুরুষকে প্রবেশ করাইতে ভাল জান এবং কুল-কামিনীদের গৃহে পর পুরুষকে প্রবেশ করান যে শাস্ত্রে লিখিত আছে,

কিন্তু প্রবেশয়সি ভোঃ স্বগৃহং পরং যৎ
তচ্ছাস্ত্র-পাঠনকৃতে ত্বমিহাবতীর্ণা ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বারুণিতেক্ষণা দ্রুতমিয়ং গত্বা কুটীরান্তিকং
ভিত্বা পুষ্প-কবাটিকামতিজবাদন্তঃ প্রবিশ্য স্ফুটম্।
দৃষ্ট্বা কৌসুমতল্পমত্র চ হরে র্মাল্যং তথা রাধিকা—
হারঞ্চ ত্রুটিতং প্রগৃহ্য রভসাদগাদগারাদ্বহিঃ ॥ ১৭ ॥
মাঘস্নানমিদং যথা বিধিকৃতং পুণ্যং তথোপার্জ্জিতং
পূতং যেন কুলদ্বয়ং রবিসুতাতীরে রবি শ্চার্চ্চিতঃ।
তদ্ যূয়ং ললিতে! যিযাসথ গৃহং কিংবাত্র রাত্রিন্দিবং
ধর্ম্মং কর্ত্তুমভীপ্সথেতি বদ মে শ্রোত্রং সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১৮

সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইবার জন্যই তুমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। কুটিলা ক্রোধে রক্ত-চক্ষু হইয়া এই কথা বলিয়াই দ্রুতগতিতে কুঞ্জ-কুটীর সমীপে সবেগে (পদাঘাত করিয়া) শর-শলাকা-নির্ম্মিত পুষ্প-কপটিকা ভাঙ্গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় সাক্ষাৎরূপে কুসুম-শয্যায় শ্রীহরির মালা ও শ্রীরাধার ছিন্ন মুক্তাহার দর্শন করিয়া তদুভয় গ্রহণ করিয়া সত্বর বাহিরে আসিল ॥ ১৬—১৭ ॥

তখন কুটিলা ললিতাকে (তদুভয় দেখাইয়া) বলিল—ললিতে! তোমরা যেমনভাবে মাঘ স্নান ব্রতাচরণ করিয়াছ, তেমনভাবেই পুণ্য ও উপার্জ্জন করিয়াছ—তাহাতে তোমরা কুলদ্বয় (পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল) পবিত্র করিয়াছ! আহা!! এই যমুনাতীরে তোমরাই যথাবিধি সূর্য্যার্চ্চন করিয়াছ!!! এক্ষণে বল দেখি তোমরা কি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর, না এস্থানে দিবানিশি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষিণী হইয়াছ? আমার কর্ণ ইহা শুনিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

কিং কুপ্যসীহ কুটিলে ! ন মমৈষ হারো
ভ্রাতু স্তবৈব শপথং করবৈ প্রসীদ ।
ইত্যুক্তবত্যমল চন্দ্রমুখী সকম্প—
শীর্ষং সহুঙ্কৃতি কটু ভ্রুতয়া ততর্জে ॥ ১৯ ॥
নেতঃ প্রযাস্যত গৃহং যদি ন প্রযাত
রাজ্যং কুরুধ্বমিহ তাবদহন্তু যামি ।
তাং মাতরং ভগবতীমপি হারমাল্যে
সন্দর্শ্য যুষ্মদুচিতেষ্ট-বিধৌ * যতিষ্যে ॥ ২০ ॥
কামং প্রযাহি কুটিলে ! কটু কিং ব্রবীষি
হারং প্রদর্শয় গৃহং গৃহমেব সর্ব্বাঃ ।

(কুটিলার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণে) বিমল-চন্দ্রবদনা শ্রীরাধা বলিলেন—কুটিলে ! তুমি বৃথা কোপ করিতেছ কেন ? এই হার আমার নয় ; তোমার ভ্রাতার শপথ করিয়া বলিতেছি. ওগো তুমি প্রসন্না হও।” তদনন্তর শ্রীরাধা শিরঃকম্পন সহকারে হুঙ্কার করিয়া বিকট ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক তর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

তখন কুটিলা বলিল—যদি গৃহে যাইতে তোমাদের অনিচ্ছা হয়, তবে আর যাইও না—তোমরা এই বনেই রাজ্য-বিস্তার করিতে থাক, আমি কিন্তু গৃহে যাইতেছি ; আমার জননীকে ও ভগবতী পৌর্ণমাসীকে এই হার ও মাল্য দেখাইয়া তোমাদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিতেছি ! ২০ ॥

শ্রীরাধা—কুটিলে ! তুমি সচ্ছন্দে গমন কর। তুমি কটু কথা শুনাইতেছ কেন ? ঘরে ঘরেই গিয়া সকলকে হার দেখাও—এই হার

---

* যুষ্মদুচিতে সুবিধৌ ।

নাস্মাকমেষ যদতো ন বিভেমি কিঞ্চিন্
মিথ্যাপ্রবাদমপি নো ন কদা দদাসি ॥ ২১ ॥
সা ক্রুদ্ধা দ্রুতমেব গোষ্ঠগমনং স্বস্য প্রদর্শ্যৈব তা
যত্রাস্তে হরি রাজগাম শনকৈ স্তত্রৈব নিহ্নুত্য সা।
ভ্রাত র্মাল্যমঘদ্বিষঃ কলয় ভো বধ্বাশ্চ হারং ময়া
প্রাপ্তং সৌরত-তল্পগং রহসি তা দৃষ্টাঃ স নালোকিতঃ ॥২২
ভদ্রং ভদ্রমিদং বভূব মথুরাং গচ্ছামি তূর্ণং ভগি-
ন্যেতাবদ্দ্বয়মেব লম্বন * মভূদ্ বিজ্ঞাপনে রাজনি।
কিন্তু স্বীয়-গৃহস্য বক্তুমুচিতো ন স্যাৎ কলঙ্কো মহাং
স্তস্মিন্ বৃষ্ণি-সদস্যত শ্চতুরিমা স্নাতব্য একো ময়া ॥ ২৩ ॥

যখন আমাদের নয়, তখন আর বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। ওগো! কখনও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিও না ॥ ২১ ॥

অনন্তর কুটিলা কুপিতা হইয়া যেন গোষ্ঠে গমন করিতেছেন, এই ভাব তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া দ্রুতবেগে (অভিমন্যুবেশী) হরির নিকটে ধীরে ধীরে অতি গোপনে উপস্থিত হইয়া কহিল—“হে ভ্রাতঃ! অঘারি শ্রীকৃষ্ণের এই মাল্য দর্শন কর ও বধূর (ছিন্ন) মুক্তাহারখানাও সৌরত-শয্যায় প্রাপ্ত হইয়াছি; রাধিকা প্রভৃতিকে নির্জ্জনে দেখিলাম বটে, কিন্তু সেই রমণীচৌরকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ২২ ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে ভগিনি! ভালই হইল; আমি সত্বরই মথুরায় যাইতেছি। এই ছিন্নহার ও মাল্য উভয়ই রাজসমীপে নিবেদনের সাহায্য করিবে, কিন্তু নিজগৃহের মহাকলঙ্ক প্রকাশ করা উচিত নহে, অতএব যদুসভায় একটা চতুরতা প্রকাশ করিতে হইবে।২৩

---

* মে বল।

গোবর্দ্ধনং প্রিয়সখং প্রতিবাচ্যমেত-
চ্চন্দ্রাবলীমপি ভবদ্-গৃহিণীং নিকুঞ্জে।
আনীয় দূষয়তি নন্দসুত স্তদেতদ্
বস্তুদ্বয়ং কলয় তন্মিথুনস্য লব্ধম্ ॥ ২৪ ॥

ইত্থং লম্পটতাং ব্রজে প্রতিগৃহং দৃষ্টৈ্ব তস্যাধিকাং
ত্বামাজ্ঞাপয়মদ্য তত্ত্বমধুনা বিজ্ঞাপ্য রাজ্ঞি দ্রুতম্।
পত্তীনাং শতমশ্ববার-দশকং প্রেষ্যৈব নন্দীশ্বরান্
নন্দং সাত্মজমানয়ন্ মধুপুরীং তং তৎ ফলং প্রাপয় ॥ ২৫ ॥

ইত্যুক্তৈ্ব ময়া পুনঃ স্বভবনং পূর্ব্বাহ্ণ এবৈষ্যতে
মধ্যাহ্নে খলু রাজকীয়-পুরুষা যাস্যন্তি তে তু ব্রজম্।
ত্বং গত্বা গৃহ এব মাতৃসহিতা তিষ্ঠেরিতি প্রোচিবান্
কৃষ্ণো দক্ষিণদিঙ্মুখোঽব্রজদথো সা তাশ্চ বেশ্মাযযুঃ ॥ ২৬

"আমার প্রিয় সখা গোবর্দ্ধন মল্লের নিকট বিজ্ঞাপন করিব—হে বান্ধব! তোমার গৃহিণী চন্দ্রাবলীকে নিকুঞ্জে আনয়নপূর্ব্বক নন্দনন্দন দূষিত করিয়াছে; তাহাদের ছিন্নহার ও মাল্য পাইয়াছি—দেখ ॥ ২৪ ॥

"দেখ সখে! অদ্য যেমন কৃষ্ণ তোমার গৃহিণীর প্রতি লম্পটতা করিয়াছে, তদ্রূপ প্রতিগৃহেই তাহার লম্পটতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া তোমাকে জানাইলাম। তুমি রাজা কংসের নিকট নিবেদন করিয়া একশত পদাতিক এবং দশজন অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়া নন্দীশ্বর হইতে পুত্রের সহিত নন্দকে বন্ধনপূর্ব্বক মথুরায় আনিয়া তাহার প্রতিফল প্রদান কর" ॥ ২৫ ॥

"ইহা বলিয়াই আমি পূর্ব্বাহ্নে ফিরিয়া আসিব, কারণ মধ্যাহ্নে রাজকীয় পুরুষগণ ব্রজে যাইবে। তুমি গৃহেই গিয়া জননীর সহিত

কৃষ্ণো বিলম্ব্য ঘটিকাত্রয়তোঽথ তাদৃগ্—
বেশঃ স্বয়ং স জটিলা গৃহমাসসাদ।
ভোঃ ক্বাসি মাত রয়ি ভোঃ কুটিলে! সমেত্য
জানীহি বৃত্তমিতি তে প্রতি কিঞ্চিদূচে ॥ ২৭ ॥
বিজ্ঞাপিতঃ স নৃপতিঃ প্রজিঘায় যদ্ যদ্
দ্রাগশ্ববার-দশকং তদিহৈতি দূরে।
কিন্তত্র লম্পটবরো ধৃত-মৎ-স্বরূপো
মদ্গেহমেতি তদলক্ষিত আগতোঽস্মি ॥ ২৮ ॥
বহির্দ্বারং রুদ্ধা ভগিনি! সহ মাত্রা দ্রুতমিতঃ
সমারুহ্যৈবাট্টং কলয় তরুণী * লম্পট-পথং।

একত্র থাকিও।” অভিমন্যু-বেশী কৃষ্ণ এই কথা কুটিলাকে বলিয়া দক্ষিণমুখে মথুরাপথে চলিলেন। অনন্তর কুটিলা ও গোপীগণ স্ব স্ব ভবনে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

অভিমন্যুবেশে কৃষ্ণ কোনও স্থলে তিন ঘটিকা বিলম্ব করিয়া স্বয়ং ঐ বেশেই জটিলা গৃহে আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—হে মাতঃ! তুমি কোথায় আছ? হে কুটিলে! কোথায় আছ? তোমরা এ স্থানে আসিয়া একটা কথা শুনিয়া যাও ॥ ২৭ ॥

“আমি রাজা কংসকে জানাইয়াছি, তিনি যে দশজন অশ্বারোহী সেনা পাঠাইয়াছেন, তাহারা দূরে আসিতেছে; কিন্তু সেই লম্পটবর আমার বেশ ধারণপূর্ব্বক আমাদের গৃহে আসিতেছে, তাহার জন্য আমি অলক্ষিতভাবে গৃহে আসিলাম ॥ ২৮ ॥

“হে ভগিনি! তুমি বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া জননীর সহিত অট্টালিকার উপরি শীঘ্রই আরোহণ করিয়া সেই তরণীলম্পটের পথ নিরীক্ষণ করিতে

* রমণী।

তমেষ্যন্তং তর্জ্জন্ত্যতিকটুগিরা তিষ্ঠ সুচিরং
বধূং রুন্ধন্ বর্ত্তে তলসদন এবাহমধুনা ॥ ২৯ ॥
অথায়ান্তং দৃষ্ট্বা ত্বরিতমভিমন্যুং কটু রট-
ন্ত্যরে ধর্ম্মধ্বংসিন্ ব্রজকুলভুবাং কিং নু যতসে।
প্রবেষ্টুং মদ্ ভ্রাতুর্ভবন ময়ি লোষ্ট্রালিভি রিতঃ
শিরো ভিন্দন্তী তে বত চপল দাস্যে প্রতিফলম্ ॥ ৩০ ॥
তবান্যায়ং শ্রুত্বা কুপিতমনসঃ কংস-নৃপতে
র্ভটা আয়ান্ত্যদ্ধা সপিতৃকমপি ত্বাং সুখয়িতুম্।
যদা কারাগারে নৃপতি-নগরে স্থাস্যসি চিরং
নিরুদ্ধস্তর্হি ত্বচ্চপলতরতা যাস্যতি শমম্ ॥ ৩১ ॥

থাক। তাহাকে আসিতে দেখিলে অতি কটুবাক্যে তিরস্কার করিবে, আমি তোমাদের বধূকে অবরোধ করিয়া নীচের ঘরেই সুচিরকাল বর্ত্তমান রহিলাম ॥ ২৯ ॥"

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার নিকট তল-ভবনে গমন করিলেন।) শীঘ্রই অভিমন্যু নিজের ঘরের নিকট আসিলে কুটিলা তাহাকে দেখিয়া কটুভাষায়, বলিতে লাগিল—"ওরে! ব্রজকুল রমণীদের ধর্ম্মধ্বংশী! তুই কি আমার ভ্রাতার গৃহেও প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্!! ওরে! চঞ্চল, দেখ! এই দিকে আসিলে এই লোষ্ট্র সমূহ দ্বারা তোর মাথা ভাঙ্গিয়া ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব ॥" ৩০ ॥

"তোর অন্যায় আচরণের কথা শুনিয়া রাজা কংস কুপিত মনে তোর পিতার সহিত তোকে সুখী করিবার জন্য রাজসৈন্য পাঠাইয়াছেন—তাহারা অবিলম্বে আসিতেছে। যখন তাহারা তোকে রাজধানী মথুরায় নিয়া কারাগারে জন্মের মত নিরোধ করিয়া রাখিবে, তখনই তোর এই চাঞ্চল্যতরতা শান্তি হইবে ॥ ৩১ ॥"

ইতি শ্রুত্বা জল্পং বিকলমভিমন্যুঃ কথমহো
স্বসারং মে প্রেতোঽলগদহহ কশ্চিৎ কটুতরঃ।
তদানেতুং যামি ত্বরিতমিহ তন্মান্ত্রিক-জনা-
নিতি গ্রামোপান্তং বিতত-বহুচিন্তঃ স গতবান্ ॥ ৩২ ॥

এবং হরিঃ স জটিলা-গৃহ এব তস্যা
বধ্বা সহারমত চিত্র-চরিত্র-রত্নঃ।
যত্নঃ ক এব ফলবত্ত্বমগান্ন তস্য
কিম্বা ফলং পরবধূরমণাদৃতেঽস্য ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীচমৎকার-চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয়ং কুতূহলম্ ॥ ২ ॥

এইভাবে নিজ ভগিনীর (বিসদৃশ) ভাষা শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু বিকল-মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"আমার ভগিনীকে কি প্রকারে কটুতর প্রেত আশ্রয় করিয়াছে! অতএব এক্ষণে শীঘ্রই মান্ত্রিক (ওঝা) গণকে আনয়ন করাই যুক্তিযুক্ত।" এই স্থির করিয়া নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অভিমন্যু গ্রামের শেষ সীমায় গমন করিল ॥ ৩২ ॥

এইপ্রকারে সেই চিত্রচরিত্ররূপ রত্নধারী শ্রীহরি জটিলার গৃহেই তাহারই বধূর সহিত নানাবিধ বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহার পরবধূরমণ ব্যতিরেকে আর কোনও ফল (কার্য্য) নাই, সেই কৃষ্ণের কোন্ যত্নই না সফল হয়? (অর্থাৎ সকল চেষ্টাই ফলদায়ক হইয়া থাকে।) ॥ ৩৩ ॥

ইতি দ্বিতীয় কুতূহল ॥ ২ ॥

তৃতীয়ং কুতূহলম্ ॥ ৩ ॥

অথৈকদা সা জটিলা বিবিক্তে
চিন্তাতুরা কিঞ্চিদুবাচ পুত্রীং।
ন রক্ষিতুং হা প্রভবামি কৃষ্ণাদ্
বধূং ততঃ কিং করবাণ্যুপায়ম্ ॥ ১ ॥
ত্বং পুত্রি! তস্মাদ্ গৃহ এব রুন্ধি
বধূং বহি র্যাতি কদাপি নেয়ম্।
যথা যথায়াতি হরি র্নগেহং
তথা তথা হা ভব সাবধানা ॥ ২ ॥ *
মাত র্ভবত্যা ন বধূ র্নিরোদ্ধুং
শক্যা যতঃ প্রত্যহমেব যত্নাৎ।

(নানাপ্রকারে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণানুরাগ লক্ষণ অবগত হইয়া) জটিলা একদিন অত্যন্ত চিন্তাতুর হইয়া নিজ তনয়া কুটিলাকে নির্জনে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"দেখ! কৃষ্ণ হইতে আর বধূকে রক্ষা করিতে পারিলাম না! এখন কি উপায় করা যায়? ১ ॥

"বৎসে! কুটিলে! (একটি উপায় বলিতেছি), যাহাতে কোনও প্রকারে বধূ গৃহের বাহিরে না যাইতে পারে, এইরূপভাবে তাহাকে অবরোধ কর। যে যে ভাবে হরি আমাদের গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সেই ভাবেই তুমি সদা সাবধানে থাকিবে ॥ ২ ॥"

তখন কুটিলা কহিল—"মা, তোমার বধূকে কিছুতেই নিরুদ্ধ করিতে পারিব না, যেহেতু ব্রজেশ্বরী প্রতিদিনই নিজ পুত্রকে ভোজন করাইবার

* যথা তথা হা ভব সাবধানা স লম্পটো নৈব যথাভ্যুপৈতি ॥ ২ ॥

ব্রজেশ্বরী ভোজয়িতুং স্বপুত্রং
পাকার্থমেতাং নয়তি স্বগেহম্ ॥ ৩ ॥ *
পুত্রি ! ত্বমদ্য ব্রজ তাং বদৈতন্
নাতঃ পরং ক্বাপি বধূঃ স্বগেহাৎ ।
প্রযাত্যত স্ত্বং সুতভোজনার্থং
পাকে নিযুক্তাং কুরু রোহিণীং তাম্ ॥ ৪ ॥
মাত স্ত্বয়া বক্ষ্যত এব তস্যৈ
দুর্ব্বাসসা কোঽপি বরো বিতীর্ণঃ ।
ত্বদ্ধস্ত-পক্কৌদনভোক্তু রায়ু-
নির্ব্বিঘ্নমস্ত্বিত্যধিকা প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৫ ॥

জন্য পাক করাইতে তোমার বধূকে যত্নপূর্ব্বক নিজের গৃহে লইয়া যান ॥ ৩

তদুত্তরে জটিলা কহিলেন—"বৎস ! তুমি অদ্য ব্রজেশ্বরীর নিকট গিয়া বল যে অদ্য হইতে আমাদের বধূ নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে না। অতএব তুমি নিজ পুত্রের ভোজনার্থ সেই রোহিণীকেই পাকে নিযুক্ত কর" ॥ ৪ ॥

তখন কুটিলা কহিল—"মা, আমার কথা শুনিয়া ব্রজেশ্বরী বলিবেন যে শ্রীরাধাকে দুর্ব্বাসা মুনি যে এক অনির্ব্বচনীয় বর দিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধার হস্তপক্ক অন্ন যে ভোজন করিবে, তাহার আয়ু-বৃদ্ধি ও বিঘ্ন বিনাশ হইবে—এই কথা ত ব্রজমণ্ডলে অধিক প্রসিদ্ধই আছে ॥ ৫ ॥

---

* স্নানাদিকৃত্যং মিহিরার্চ্চনঞ্চ বধূ বিধত্তাং গৃহ এব সর্ব্বং ।
অহং বহি র্দ্বারি বসামি রাত্রিন্দিবং ন নিদ্রাম্যতি সাবধানা ॥ ৩ ॥
ইতি ক্বচিদধিকং বর্ত্ততে ।

একঃ সুতো মে বহু দুষ্টদানবা-
দ্যরিষ্টবত্ত্বেঽপি কুশল্যভূদ্ যতঃ ।
তত স্ত্বয়া সাধিতমোদনাদিকং
নিত্যং সুতং ভোজয়িতুং প্রযতস্ম্যতে ॥ ৬ ॥
পুত্রি ! ত্বয়া বাচ্যমিদং পরশ্বঃ
শ্বো বা স আগত্য মুনিঃ প্রদদ্যাৎ ।
রাধা স্পৃশেদ্ যং স চিরায়ু রস্তি
ত্যেবং বরং চেদয়ি তর্হি কিং স্যাৎ ? ৭ ॥
কিং স্পর্শয়ন্তী নিজপুত্রমেতা
মাকারয়িষ্যস্যয়ি নীতিবিজ্ঞে !
কুলাঙ্গনা যৎ পর বেশ্ম গত্বা
নিত্যং পচেদিত্যপি কিং নু নীতিঃ ॥ ৮ ॥

"আমার একমাত্র পুত্র, কেবল শ্রীরাধার হস্তপক্ক অন্ন ভোজনের প্রভাবেই বহু দুষ্ট দানবাদি কর্তৃক কৃত বিঘ্নরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া কুশলে থাকে ; কাজেই তাহা দ্বারা প্রস্তুত অন্নাদি নিজ পুত্রকে নিত্য ভোজন করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। (তখন ইহার উত্তরে আমি কি বলিব ?) ॥ ৬ ॥

জটিলা কহিলেন—"হে পুত্রি ! তখন তুমি এই কথাই বলিবে—'হে ব্রজেশ্বরী ! যদি মুনিবর আগামী কল্য বা পরশ্ব আসিয়া শ্রীরাধাকে এই বর দেন যে শ্রীরাধা যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই চিরায়ু হইবে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে বল দেখি ? হে নীতি-বিজ্ঞে ! তবে তুমি একবার শ্রীরাধাকে নিজগৃহে আহ্বান করাইয়া তাহাদ্বারা নিজ পুত্রকে স্পর্শ করাইবে কি ? আর এক কথা—কুলাঙ্গনা পরগৃহে প্রতিদিন পাক করিতে যাইবে—ইহাও একটা নীতি কি ?" ॥ ৭—৮ ॥

বধ্বাঃ কলঙ্কঃ প্রতিদেশমেষ
ভূয়ানভূদ্ যৎ কিমু সহ্যমেতৎ।
স্নেহো যথা তে নিজপুত্র এবং
স্নেহো মমাপ্যস্তি নিজ স্নুষায়াম্ ॥ ৯ ॥

তথাপি তে প্রৌঢ়ি ম্রিয়ং ভবেচ্চে-
দ্ধনিষ্টয়া প্রেষিতয়ৈব নিত্যম্।
বধূকৃতং মোদক-লড্ডুকাদি
ত্রিসন্ধ্যমেবানয় পুত্র-হেতোঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যেবমুক্তেঽপি যদি ব্রজেশা
কুপ্যেত্তদা তন্নগরীং বিহায়।
কৃত্বৈব দেশান্তর এব বাসং
বধূমবিষ্যামি তদীয়-পুত্রাৎ ॥ ১১ ॥

"অধিকন্তু বধূর মহাকলঙ্ক প্রতিদেশেই রটিয়াছে, তাহা কি আমরা আর সহ্য করিতে পারি? নিজপুত্রে তোমার যেমন স্নেহ, বধূর প্রতি কি আমারও তাদৃশ স্নেহ নাই? ৯ ॥

"দেখ, এই সকল কথাতেও যদি তুমি অতিশয় হঠই কর এবং বধূহস্ত পক্কদ্রব্য পুত্রকে ভোজন করাইতে নিতান্তই অভিলাষ কর, তবে নিত্য তিনবেলা ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া নিজপুত্রের জন্য বধূকৃত মোদক ও লড্ডুকাদি লইয়া যাইবে॥" ১০ ॥

"এইভাবে সকল কথা বুঝাইলা দিলেও যদি ব্রজেশ্বরী কোপ করেন, তাঁহা হইলে আমরা তাঁহার নগরী ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যাইব। যে কোনও উপায়ে বধূকে তাঁহার পুত্রের হাত হইতে রক্ষা করা

এবং নিরোধে সতি তৌ বিষণ্ণৌ
পরস্পরাদর্শন-দাব-তাপিতৌ।
বভূবতু র্হন্ত! যথা তথা স্বয়ং
সরস্বতী বর্ণয়িতুং ক্ষমেত কিম্? ১২॥
সরোজপত্রৈ র্বিধুগন্ধসার-
পঙ্ক-প্রলিপ্তৈ রচিতাপি শয্যা।
রাধাঙ্গ-সংস্পর্শনতঃ ক্ষণেন
হা হন্ত হা মুর্মুরতাং প্রপেদে॥ ১৩॥
নিন্দেদ্ বিধিং পক্ষ্মকৃতং ভৃশং যা
বাঞ্ছেদপক্ষ্মাণ্ডজ-মীনজন্ম।
নন্দাত্মজালোকমৃতে কথং সা
যামান্তরং যাপয়িতুং ক্ষমেত॥ ১৪॥

চাই। [জটিলা কুটিলার এই পরামর্শ হইলে শ্রীরাধা গৃহে অবরুদ্ধ হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উপায়ান্তরও রহিত হইল]

হায়! এই প্রকারে নিরুদ্ধ হইলে সেই যুগলকিশোর বিষন্ন হইয়া পরস্পর অদর্শনরূপ দাবাগ্নিতে যেরূপ তাপিত হইয়াছিলেন— তাহা স্বয়ং সরস্বতীও বর্ণনা করিতে পারে না॥ ১১—১২॥

শ্রীরাধার অঙ্গ তাপ উপশম করিবার জন্য সখীগণ পদ্মপত্র, কর্পূর ও চন্দনাদির পঙ্কপ্রলেপ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া দিলেও শ্রীরাধার [বিরহ তাপ-তাপিত] অঙ্গস্পর্শ মাত্রই ক্ষণকালমধ্যে সেই শয্যা মুর্মুরতা প্রাপ্ত হইয়া গেল॥ ১৩॥

যিনি নয়নের নিমেষ কৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় বলিয়া নিমেষস্রষ্টা বিধাতাকে ভীষণ নিন্দা করিয়া পক্ষ্মহীন মৎস্যজন্মও বাঞ্ছা করেন, সেই শ্রীরাধা

নাবেক্ষতে নাপি শৃণোতি কিঞ্চিদ্
অচেতনা সীদতি পুষ্পতল্পে।
ধনিষ্ঠয়াগৈত্য তথাবিধা সা
ব্রজেশ্বরীপ্রেষিতয়া ব্যলোকি ॥ ১৫ ॥
অদ্য প্রভাতে ললিতে পপাচ
শ্রীরোহিণী কৃষ্ণকৃতে যদন্নম্।
তৎ প্রাশ্য সোহগাদ্ বিপিনং ব্রজেশা
মাং প্রাহিণোদত্র বিষণ্ণ-চেতাঃ ॥ ১৬ ॥
সায়ং রজন্যামপি যত্তথা শ্বঃ
স ভোক্ষ্যতে তস্য কৃতেঽহমাগাম্।

শ্রীনন্দনন্দনের দর্শন ব্যতিরেকে অষ্টপ্রহর কি অতিবাহিত করিতে পারেন? শ্রীরাধা কুসুমশয্যায় অচেতনা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন—তিনি কোনও বস্তুই দর্শন করেন না এবং কোনও বাক্যই তাঁহার কর্ণগোচর হয় না। ব্রজেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রেরিতা ধনিষ্ঠা আসিয়া শ্রীরাধার এতাদৃশ বিরহ-বিহ্বলতা দর্শন করিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥

তখন তিনি ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে ললিতে! অদ্য প্রভাতে (শ্রীরাধা রন্ধন করিতে না যাওয়ায়) শ্রীরোহিণী শ্রীকৃষ্ণের জন্য রন্ধন করিয়াছেন। সেই অন্নই ভোজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গিয়াছেন। [শ্রীকৃষ্ণের ভোজনে অন্যদিবসবৎ রুচি না দেখিয়া] ব্রজেশ্বরী বিষণ্ণমনে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আমি যে মোদকাদি প্রস্তুত করাইয়া নিতে আসিয়াছি, তাহা অদ্য সায়ংকালে, ও রাত্রিবেলায় এবং আগামী কল্য (গোষ্ঠ গমনের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত) শ্রীকৃষ্ণ ভোজন করিবেন—কিন্তু শ্রীরাধা ত অচৈতন্য অবস্থায়ই

ইয়ন্তু সংজ্ঞারহিতৈব পক্তুং
কথং ক্ষমেতাদ্য করোমি হা কিম্ ॥ ১৭ ॥
কৃষ্ণঃ পুরস্তে কলয়েতি তদ্বাক্
তাং ভগ্নমূর্চ্ছামকরোদ যদৈব।
তদা ধনিষ্ঠা সহসা ব্রজেশা-
সন্দিষ্টমাহ স্ম সরোরুহাক্ষীম্ ॥ ১৮ ॥
কটাহমাত্রানয় রূপমঞ্জরি !
প্রলিপ্য চুল্লীমিহ বহ্নিমর্পয় ।
যথা ব্রজেশাদিশদেবমেব তৎ
কৃষ্ণস্য ভক্ষ্যং কিল সাধয়াম্যহম্ ॥ ১৯ ॥
করোমি যাবৎ সখি ! নিত্যমেতচ্
চতুর্গুণং কুর্ব্ব ইতি ব্রুবাণা ।

রহিয়াছেন ! হায় !! তবে কি প্রকারে মোদকাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থা হইবেন ? হা ! এখন কি করি ? ১৭ ॥

[ধনিষ্ঠা উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরাধার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন]—"হে রাধে ! শ্রীকৃষ্ণ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখ দেখি !"—তাঁহার এই বাক্য কর্ণপ্রবেশ মাত্রই শ্রীরাধার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল এবং তখনই ধনিষ্ঠা সহসা ব্রজেশ্বরীর (শ্রীকৃষ্ণনিমিত্ত মোদকাদি প্রস্তুতকরণার্থ) সমাচার সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্রীরাধাকে বলিলেন। বিরহতাপে তাপিতা হইলেও শ্রীরাধা ধনিষ্ঠা মুখে ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা পাইয়া প্রচুর বল লাভ করিয়াই যেন বলিলেন] "হে রূপমঞ্জরি ! শীঘ্র চুল্লী লেপন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। এস্থানে কটাহ আনয়ন কর। ব্রজেশ্বরীর আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিব ॥ ১৮—১৯ ॥

চুল্লীতটে দিব্য চতুষ্কিকায়াং
রাধোপবেশং সহসা চকার ॥ ২০ ॥
যৎস্পর্শনাৎ পঙ্কজ-পত্র-শয্যা
যযৌ ক্ষণান্মুর্ম্মুরতাং তদেব ।
পক্বান্ন কর্ম্মণ্যনলার্চ্চিষৈব
রাধাবপুঃ শীতলতাং প্রপেদে ॥ ২১ ॥
প্রেমোত্তমোহতর্ক্য-বিচিত্রধামা *
যতো জনং তাপয়তে শশাঙ্কঃ ।
বহ্নিঃ পুনঃ শীতলয়ত্যত স্তং
তদাশ্রয়ং বা কিমু কোহপি বেত্তি ॥ ২২ ॥

"হে সখি ! নিত্য যে পরিমাণে মোদকাদি প্রস্তুত করি, অদ্য তাহা হইতে চতুর্গুণ প্রস্তুত করিতেছি। [আমার দৈহিক অসুস্থতার জন্য তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিওনা]। ইহা বলিয়াই শ্রীরাধা চুল্লীর নিকটস্থ দিব্য চতুষ্কিকার উপরে সহসা উপবেশন করিলেন ॥ ২০ ॥

[মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে] যে শ্রীরাধা শরীর স্পর্শে পদ্ম-পত্র নির্ম্মিত শয্যাও ক্ষণকাল পূর্ব্বে মুর্ম্মুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—এক্ষণে প্রিয়তমের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে অগ্নিতাপে সেই রাধাশরীরই শীতল হইল !! ২১ ॥

উত্তম প্রেমে অচিন্ত্য বিচিত্র প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; কেন না, (সুশীতল) চন্দ্র যাহাকে তাপিত করে, তাহাকেই কি না অগ্নিই শীতল করে! কাজেই সেই প্রেমকে বা প্রেমাশ্রিত (প্রেমিক) জনকে কি কেহ কখন জানিতে পারে? ২২ ॥

* প্রেম্নে নমোহতর্ক্যবিচিত্রধাম্নে

জগাদ কিঞ্চিল্ললিতা ধনিষ্ঠে !
বিদ্যুদ্‌ঘনাবগ্রহ এষ ভূয়ান্‌ ।
সমং কিমেষ্যত্যধুনা সখীনা
মানন্দ-শস্যানি বিনাশনীয়ুঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রবীষি সত্যং ললিতে বয়স্যৈঃ
সহ স্বয়ং সীদতি সোঽপি কৃষ্ণঃ ।
বৃন্দাবনস্থাঃ শুক-কেকিভৃঙ্গ
মৃগাদয়োঽপ্যাকুলতামবাপুঃ ॥ ২৪ ॥
ততশ্চ রাধা-ললিতাদি-কর্ণে
কাঞ্চিৎ কথাং প্রোচ্য যযৌ গৃহং সা ।
সায়ং বিশাখা জটিলামুপেত্যা-
লীকং রুষোবাচ [illegible] ॥ ২৫ ॥

তখন শ্রীললিতা ধনিষ্ঠাকে কহিলেন—"হে ধনিষ্ঠে ! বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের প্রচুর বর্ষা হইবে কি ? অর্থাৎ বিদ্যুল্লতা জড়িত নব জলধরের উদয় কি আর হইবে না ? সেই জলধরের অনুদয়ে রসবর্ষণ না হওয়ায় সখীগণের আনন্দরূপ শস্য শুকাইয়া বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে ॥ ২৩ ॥"

ধনিষ্ঠা বলিলেন—"ললিতে ! সত্যই বলিতেছ—তোমাদের যেরূপ দুঃখ হইয়াছে, বয়স্যগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ দুঃখানুভব করিতেছেন । অধিক কথা কি বলিব—এই মহাদুঃখে বৃন্দাবনের শুক, কেকী, ভৃঙ্গ এবং মৃগাদিও আকুল হইয়াছে ॥ ২৪ ॥"

[তৎপর মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধা ধনিষ্ঠার হস্তে প্রদান করিলেন] । শ্রীরাধা ললিতা প্রভৃতির কর্ণে কিছু গোপনীয় কথা বলিয়া ধনিষ্ঠা গৃহে (নন্দালয়ে) গমন করিলেন ; সায়ংকালে বিশাখা জটিলার

হা কিং বিশাখে ! কিমু রোদিষি ত্বং
রাধাং দদংশাহিরলক্ষ্যরূপঃ ।
কথং ক্ব বা কোলিতলে তদীয়-
রত্নে গৃহীতে নিজরত্ন-বুদ্ধ্যা ॥ ২৬ ॥
হা মূর্দ্ধ্নি কোঽয়ং মম বজ্রপাত
ইতি ব্রুবাণা ত্বরয়া যযৌ সা ।
বিলোক্য রাধাং ভুবি বেপমানাং
ততাড় সোচ্চৈঃ স্বমুরঃ করাভ্যাম্ ॥ ২৭ ॥
গবাং গৃহাদানয় পুত্রি ! তাবৎ
স্বভ্রাতরং শীঘ্রমিতঃ প্রযাতু ।

নিকট আসিয়া ধরাতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে মিথ্যা রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাতে জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বিশাখে! কেন রোদন করিতেছ ?" বিশাখা কহিলেন—"অলক্ষিতরূপে রাধাকে [কৃষ্ণ] সর্প দংশন করিয়াছে !" জটিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় কিরূপে দংশন করিল ?" বিশাখা বলিলেন—"কোলি বৃক্ষের তলদেশে অলক্ষ্যভাবে সেই সর্প ছিল—তাহার মস্তকস্থিত রত্নকে নিজ রত্ন ভ্রমে শ্রীরাধা গ্রহণ করিতে যেমন হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, অমনিই সর্প দংশন করিয়াছে ! ২৫ - ২৬ ।

জটিলা এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন—"হায় ! আমার মস্তকে এ কি বজ্রপাত হইল ?" এই কথা বলিতে বলিতে জটিলা সত্বর শ্রীরাধার গৃহে গিয়া দেখিলেন যে শ্রীরাধা ভূমিতলে পতিত হইয়া কম্পিতা হইতেছেন। এতদ্দর্শনে জটিলা দুই কর দ্বারা নিজ বক্ষঃ স্থলে আঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

স মান্ত্রিকানানয়তু প্রকৃষ্টাং
স্তে মে বধূং নির্ব্বিষয়ন্তু মন্ত্রৈঃ ॥ ২৮ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা জরতী জগাদ
স্নুষে তনুঃ সম্প্রতি কীদৃশী তে।
সন্দহ্যমানাং বিষবহ্নিনেমা
মবৈমি বক্তুং প্রভবামি নার্য্যে ॥ ২৯ ॥
মন্ত্রৈঃ করাভ্যাং মম মান্ত্রিকা
শ্চেদেকাং পদস্যাঙ্গুলিকামপীহ।
স্পৃশেত্তদাসূন্ সহসা ত্যজামি
কুলাঙ্গনায়া নিয়মো মমৈষঃ ॥ ৩০ ॥
স্নুষে! কিমেবং বদসীহ ভক্ষয়ে
দভক্ষ্যমস্পৃশ্যমপি স্পৃশেন্নরঃ।

অনন্তর কুটিলাকে ডাকিয়া জটিলা বলিলেন—"হে বৎসে! তুমি শীঘ্র গোশালায় গমন করিয়া তোমার ভ্রাতা অভিমন্যুকে আনয়ন কর। সে আসিয়া অভিজ্ঞ মান্ত্রিক (ওঝা) গণকে আনয়ন করুক। তাহারা মন্ত্রপাঠ করিয়া বধূকে বিষ-নির্ম্মুক্ত করিবে ॥ ২৮ ॥

কুটিলাকে এই বাক্য বলিয়া শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে স্নুষে! তোমার শরীর এখন কেমন আছে?" শ্রীরাধা বলিলেন—"হে আর্য্যে! বিষানলে আমার দেহ সম্যক্ প্রকারে দগ্ধ হইতেছে—ইহাই বুঝিতেছি; আর কিছুই বলিতে পারিতেছি না। অপরন্তু মান্ত্রিক পুরুষেরা যদি হস্ত যুগল দ্বারা আমার একটি পাদাঙ্গুলিও স্পর্শ করে, তবে আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিব—আমি (সতী) কুলাঙ্গনা; সুতরাং আমার এই নিয়মই স্থিরীকৃত হইয়াছে" ॥ ২৯।৩০ ॥

মন্ত্রৌষধাদৌ নহি দূষণং ভবে
দাপদ্গতস্যেতি বিদাং শ্রুতিস্মৃতী ॥ ৩১ ॥

আজ্ঞাং তবেমা' নহি পালয়ামি
প্রাণান্ পুরস্তে কলয় ত্যজামি ।
শ্রুত্বেতি বধ্বা বচনং সচিন্তাং
জগাদ কাচিৎ প্রতিবাসিনী তাং ॥ ৩২ ॥

যঃ কালিয়াঘাদি-ভুজঙ্গমর্দ্দী
দৃষ্ট্যৈব তাঃ পীতবিষোদকা গাঃ ।
অজীবয়ত্তং হরিমানয়ার্য্যে !
স তে বধূং নির্ব্বিষয়েদ্বিলোক্য ॥ ৩৩ ॥

জটিলা বলিলেন—"হে স্নুষে ! এ রূপ কথা বলিতেছ কেন ? এই অবস্থায় (বিপদে পতিত হইলে) [সদাচারী] জনও অভক্ষ্য ভক্ষণ করে এবং অস্পৃশ্য স্পর্শ করে ; যেহেতু আপৎকালে মন্ত্র ঔষধাদিতে কোনই দোষ হয় না—ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র-বেত্তাদের ব্যবস্থা" ॥ ৩১ ॥

শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি তোমার সন্মুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি—এখনই দেখ, কিন্তু তোমার এই আজ্ঞা আমি কিছুতেই পালন করিতে পারিব না।" বধূর এই বাক্য শ্রবণে জটিলা চিন্তান্বিতা হইলে একজন প্রতিবাসিনী জটিলাকে বলিলেন—"আর্য্যে ! যিনি কালীয়, অঘ প্রভৃতি ভুজঙ্গগণকে মর্দ্দন করিয়াছেন, কালীয় হ্রদের বিষজল পানে মৃত গোগণকে কেবলমাত্র দর্শন করিয়াই জীবিত করিয়াছিলেন—সেই শ্রীহরিকে আনয়ন করুন—তিনি দর্শন করিয়াই বধূকে বিষ-বিমুক্ত করিবেন" ॥ ৩২-৩৩ ॥

রাধাব্রবীদ্ যৎ পরিবাদ-পীড়াং
বিষানলাদপ্যধিকামবৈমি।
তমেব যা দর্শয়িতুং যতন্তে
তা বৈরিণীরেব চিরেণ বেদ্মি ॥ ৩৪ ॥

তর্হি স্নুষেঽহং সসুতা প্রযামি
তাং পৌর্ণমাসীং দ্রুতমানয়ামি।
তন্মন্ত্র-তন্ত্রাগমশাস্ত্র-বিজ্ঞা
সা সুস্থয়িষ্যত্যলমন্যযুক্ত্যা ॥ ৩৫ ॥

প্রোচে বিশাখা তদলং বিলম্বৈ
র্বিষং ময়ারুদ্ধমবৈহি সূত্রৈঃ।
যামার্দ্ধ-পর্য্যন্ত মতঃ পরস্তু
শিরোঽধিরূঢ়ং তদসাধ্যমেব ॥ ৩৬ ॥

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি যাহার পরীবাদ-পীড়া বিষানল হইতেও অধিক করিয়া জানি, সেই কৃষ্ণকে দেখাইতে যাহারা চেষ্টা করিবে—তাহাদিগকে আমি চির শত্রুই মনে করি" ॥ ৩৪ ॥

জটিলা বলিলেন—"দেখ স্নুষে! তবে আমি কন্যা কুটিলাকে সঙ্গে নিয়া দ্রুত-গমনে পৌর্ণমাসীর নিকট যাইতেছি; তিনি উৎকৃষ্ট সর্প মন্ত্র, তন্ত্রাদিও আগমশাস্ত্রে অভিজ্ঞা; তিনি আগমন করিয়াই তোমাকে সুস্থ করিবেন—এখন আর অন্য যুক্তি (মত) করিও না" ॥ ৩৫ ॥

বিশাখা কহিলেন—"[আর্য্যে! উত্তম যুক্তি হইয়াছে] তবে আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার নিকট গমন কর; আমি সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া বিষগতি রোধ করিয়া রাখিয়াছি; ইহাতে অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত বিষ উর্দ্ধে উঠিবে না—তাহার পরে কিন্তু মস্তকে বিষ উঠিলে রোগ অসাধ্য হইবে" ॥ ৩৬ ॥

সা পৌর্ণমাস্যাঃ স্থলমভ্যুপেত্য
নত্বাঽখিলং বৃত্তমবেদয়ত্তাং ।
পপ্রচ্ছ গার্গীমথ পৌণমাসী
ত্বং সর্পমন্ত্রান্ পিতুরধ্যগীষ্ঠাঃ ॥ ৩৭ ॥

কিং পুত্রি ! সাখ্যন্নহি বেদ্মি কিঞ্চ
কনীয়সী মে ভগিনী তু বেত্তি ।
ক্ব সা কিমাখ্যা কিল কিন্নিবাসা
কাশীপুরাৎ সা শ্বশুরস্য গেহাৎ ॥ ৩৮ ॥

পিতু র্গৃহং বৃষ্ণিপুরে গতাঽভূ
ত্ততোঽপি মামত্র দিদৃক্ষমাণা ।
পূর্ব্বেদ্যু রেবাগমদস্তি নাম্না
বিদ্যাবলি র্মদ্গৃহমধ্য এব ॥ ৩৯ ॥ [যুগ্মকম্]

তখন জটিলা পৌর্ণমাসীর নিকট গিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাহাকে সকল কথা নিবেদন করিলেন। পৌর্ণমাসী ও তখন গর্গকন্যা গার্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বৎসে গার্গি ! তুমি তোমার পিতার নিকট হইতে সর্প মন্ত্র শিখিয়াছ কি ?" গার্গী উত্তর দিলেন—"আমি ত শিখি নাই, তবে আমার ছোট ভগিনী শিখিয়াছে।" পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কোথায় থাকে এবং তাহার নাম কি ? এখনই বা কোথায় সে বাস করিতেছে ?" গার্গী বলিলেন—"কাশীপুরে তাহার শ্বশুর বাড়ী হইতে মথুরায় পিতৃগৃহে আসিয়াছিল; তথা হইতে আমাকে দেখিবার জন্য গতকল্য এখানে আসিয়াছে। তাহার নাম **বিদ্যাবলি,** সে আমার গৃহে আছে" ॥ ৩৭—৩৯ ॥

জরত্যথোচে বহুবিক্লবাশ্রু-
সিক্তাননা গার্গি ! নতাঽস্ম্যহং ত্বাম্ ।
তামানয়াস্মদ্ ভবনং সপুত্রাং
ক্রীণীহি মাং স্বীয় কৃপামৃতেন ॥ ৪০ ॥
গার্গি ! ত্বমাদৌ স্বগৃহং প্রযাহি
ততঃ স কন্যা জটিলা প্রযাতু ।
প্রসাদ্য তামানয়তাং ততঃ সা
রাধাং ধ্রুবং নির্বিবষয়িষ্যতে দ্রাক্ ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্বং ধনিষ্ঠা-বচসৈব গার্গী
স্ত্রীবেশিনং কৃষ্ণমগার-মধ্যে ।
অস্থাপয়ত্তর্হি তু সা জরত্যা
সহৈব তৎপার্শ্বগতা জগাদ ॥ ৪২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জরতী জটিলা অত্যন্ত কাতর প্রাণে ও অশ্রু-সিক্ত বদনে গার্গীকে বলিলেন—"হে গার্গি ! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম। তুমি নিজ ভগিনীকে সঙ্গে করিয়া আমাদের গৃহে আগমন-পূর্ব্বক পুত্রের সহিত আমাকে নিজ কৃপামৃত দানে ক্রয় করিয়া লও" ॥ ৪০ ॥

তখন পৌর্ণমাসী গার্গীকে বলিলেন—"গার্গি ! তুমি আগে নিজ ঘরে যাও, তাহার পরে কন্যার সহিত জটিলাও তথায় যাইবে ; তাহারা বিদ্যাবলিকে প্রসন্ন করিয়া আনিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে রাধাকে অবিলম্বে বিষ-শূন্য করিবে" ॥ ৪১ ॥

গার্গী ইতঃপূর্ব্বে ধনিষ্ঠার বচনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে রমণীবেশে সাজাইয়া নিজ গৃহ মধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই তখনই (অগ্র পশ্চাৎ গমনের প্রয়োজন নাই দেখিয়া) জটিলাকে সঙ্গে লইয়াই নিজ গৃহে গিয়া রমণীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন— ॥ ৪২ ॥

বিদ্যাবলে! ভো ভগিনি! ব্রজেঽস্মিন্
যা নিত্যরাজদ্-গুণরূপকীর্ত্তিঃ।
ত্বয়া শ্রুতা শ্রীবৃষভানু-পুত্রী
তস্যা বিপত্তি র্মহতী বতাদ্য ॥ ৪৩ ॥
কেনাপি দষ্টা মণিধারিণা সা
সর্পেণ হালাহল-পূরিতাঽভূৎ।
শ্বশ্রূরমুষ্যাঃ সসুতা প্রপন্না *
ত্বাং তত্ত্বমেতদ্ভবনং জিহীথাঃ ॥ ৪৪ ॥
বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যয়ি ত্বং
বিজ্ঞাপ্যবিজ্ঞেব গিরং তনোষি।
কুলাঙ্গনা বিপ্রবধূরহং কিং
ভবন্মতে জাঙ্গলিকী ভবামি ॥ ৪৫ ॥

"হে ভগিনি বিদ্যাবলে! এই ব্রজে নিখিল গুণে সমন্বিতা ও মহা যশস্বিনী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর যে নাম শুনিয়াছ—অদ্য তাঁহার মহাবিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। মণিধারী কোনও ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাঁহার দেহ এক্ষণে বিষে পূর্ণ হইয়াছে; এইজন্য তাঁহার শাশুড়ী নিজ কন্যা কুটিলার সহিত তোমার নিকট আসিয়াছে। অতএব ইঁহাদের ভবনে একবার তোমাকে যাইতে হইবে" ॥ ৪৩—৪৪ ॥

বিদ্যাবলি বলিলেন—"হে ভগিনি! তুমি বিজ্ঞা হইয়াও অবিজ্ঞার মত কথা বলিতেছ! হায়! হায়!! একে ত আমি কুলাঙ্গনা, তাহাতে আবার বিপ্রবধূ হইয়া তোমার মতে কি আমি জাঙ্গলিকী (বিষবৈদ্য) হইলাম? ৪৫

---

* প্রযাতা

পিতুঃ কুলং বৃষ্ণিপুরেঽস্তি পত্যুঃ
কুলন্তু কাশ্যাং প্রথিতং নৃলোকে।
কলঙ্ক-পঙ্কেন নিমজ্জয়ন্তী
মাং ত্বং কথং স্নিহ্যসি তন্ন বুধ্যে ॥ ৪৬ ॥

জরত্যবোচত্তব পাদপদ্মে
নতাঽস্মি সংজীব্য বধূং মদীয়াম্।
মাং ত্বং সপুত্রাং নিজ পাদ-ধূলি
ক্রীতাং বিধেহীত্যথ কিং ব্রবীমি ॥ ৪৭ ॥

বিদ্যাবলিঃ প্রাথ্যদয়ি ব্রজস্থে
জানাসি ন ব্রহ্মকুলস্য রীতিম্।
গৃহং গৃহং গোপ্য ইব ভ্রমন্তি
ন বিপ্রবধ্বঃ সুমহাভিজাত্যাৎ ॥ ৪৮ ॥

"দেখ—যদুপুরে আমার প্রসিদ্ধ পিতৃকুল এবং কাশীতে বিখ্যাত শ্বশুরকুল, এ জগতে কাহার না জানা আছে? তুমি ঐ উভয় কুলকে কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবাইয়া দিয়া কি স্নেহের পরিচয় দিতেছ, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না॥" —৪৬॥

তখন জরতী কহিলেন—"আমি তোমার পাদপদ্মে প্রণতা হইলাম; তুমি আমার বধূকে বাঁচাইয়া দিয়া পুত্রের সহিত আমাকে নিজ-পাদপদ্ম-ধূলি দানে ক্রয় কর—আর কি বলিব?" ॥ ৪৭ ॥

বিদ্যাবলি বলিলেন—"অয়ি ব্রজবাসিনি জরতি! তুমি আমাদের ব্রহ্মকুলের রীতি জান না। বিপ্রবধূগণ গোপললনাদিগের ন্যায় গৃহে গৃহে ভ্রমণ করে না—যেহেতু তাহাদের আভিজাত্য অতিশয় মহান্"।

প্রোবাচ গার্গী শৃণু ভো শ্রুতি-স্মৃতি-
প্রোক্তং নিষিদ্ধং বিহিতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
জ্ঞাত্বাঽপি তৎ সর্ব্বমিদং ব্রবীষি চে
ন তেঽস্তি দৃষ্টিঃ কিল পারমার্থিকী ॥ ৪৯ ॥
ব্রজে স্থিতাঃ কীর্ত্তিদয়ান্বিতা যা
গোপ্য স্তথা যে বৃষভানু তুল্যাঃ।
গোপা ন তেষাং ত্বমবৈষি তত্ত্বং
নাপ্যাভিজাত্যং ন চ বিষ্ণুভক্তিম্ ॥ ৫০ ॥
কাশ্যাং স্থিতা বিষ্ণু-বহির্মুখা যে
বিপ্রা ভবত্যাঃ শ্বশুরাদয় স্তান্।
জানামি নো বাচয় মাং তবেয়ং
কাশ্যাং স্থিতে বুদ্ধি রভূৎ কঠোরা ॥ ৫১ ॥

গার্গী কহিলেন—হে ভগিনি! তুমি শ্রুতি-স্মৃতি প্রোক্ত বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল অবগত হইয়াও যখন এই কথা (আভিজাত্য) প্রকাশ করিতেছ—তখন তোমার পারমার্থিকী দৃষ্টি নাই বলিতে হইবে ॥ ৪৮ ৪৯ ॥

"দেখ, কীর্ত্তি-দয়া প্রভৃতি যুক্ত যে সকল ব্রজবাসিনী গোপী এবং বৃষভানু তুল্য যে সকল গোপ—তুমি তাঁহাদের তত্ত্ব, আভিজাত্য ও বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে কিছুই জান না ॥ ৫০ ॥

কাশীবাসী ব্রাহ্মণগণ. বিশেষতঃ তোমার শ্বশুর শাশুড়ীগণ বিষ্ণু-বহির্মুখ—তাহাদিগকে আমি ভালরূপে জানি, আমাকে সে বিষয়ে আর অধিক জানাইতে হইবে না। কাশীপুরীতে বাস করিয়াই তোমার বুদ্ধিও কঠোর হইয়া গিয়াছে" ॥ ৫১ ॥

মা কুপ্য শান্তিং ভজ তাবদার্য্যে !
ভগিন্যহং তে হন্ত তবাশ্রিতাঽস্মি ।
যথা ব্রবীষ্যেবমহং করোমি
কিন্ত্বত্র শঙ্কা মম কাচিদস্তি ॥ ৫২ ॥

পুরে শ্রুতা কাচন কিম্বদন্তী
নন্দস্য পুত্রোঽজনি কোঽপি বীরঃ ।
স স্বৈরচর্য্যো বত লম্পটত্বা-
ন্ন ব্রহ্মজাতেরপি ভীতিমেতি ॥ ৫৩ ॥

অত্রেত্য নারীম্বিব ময্যপি দ্রাক্ *
স লোভদৃষ্টি র্যদি বর্ত্মনি স্যাৎ ।
সদ্য স্তদাসূন্ বিসৃজামি নৈব
কুলদ্বয়ং হন্ত ! কলঙ্কয়ামি ॥ ৫৪ ॥

বিদ্যাবলি কহিলেন—হে ভগিনি ! “হে আর্য্যে ! আমার প্রতি কোপ করিও না, শান্ত হও ; আমি তোমার নিতান্ত আশ্রিতা ; তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব—কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার একটী দারুণ শঙ্কা আছে। মথুরায় আমি একটি কিম্বদন্তী (প্রবাদ) শুনিয়াছি ; নন্দ মহারাজের নাকি এক বীর পুত্র আছে ; সে বড়ই স্বেচ্ছাচারী এবং লম্পটত্ব-বশতঃ ব্রাহ্মণজাতিকেও সে নাকি ভয় করে না ॥ ৫২—৫৩ ॥

“সে এখানকার ব্রজনারীগণের মত আমার প্রতি ও যদি সহসা পথমধ্যে লোভদৃষ্টি করে—তবে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিব। হায় ! আমি কিছুতেই কুলদ্বয়কে কলঙ্কিত করিব না ॥ ৫৪ ॥

---

* অত্রত্য নারীম্বিব

ন তত্র শঙ্কা তব কাপি যস্মাদ্
অহং স্বয়ং ত্বৎ-সহিতা প্রযামি ।
ইত্যেব গার্গ্যা বচনাচ্চলন্তী
বিদ্যাবলি বর্ত্মনি কিঞ্চিদূচে ॥ ৫৫ ॥

মন্ত্রৌষধাভ্যাং গরলস্য নাশ
স্তত্রাস্তি মন্ত্রো মম কণ্ঠ এব ।
যচ্চৌষধং তত্ত্বহি-বল্লিপর্ণং
মন্ত্রং জপন্ত্যা রদপিষ্টমেব ॥ ৫৬ ॥

তত্তে বধূঃ সা মম ভক্ষয়েৎ কিং
ন বেতি পৃষ্টা জটিলা জগাদ ।
সা মে স্নুষা ব্রাহ্মণজাতিভক্তা
তদ্ভক্ষয়েদেব কিমত্র চিত্রম্ ॥ ৫৭ ॥

গার্গী বলিলেন—"হে ভগিনি ! সে বিষয়ে তোমার কোনই ভয় নাই, যেহেতু স্বয়ং আমিই তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" ইহাতেই বিদ্যাবলি সম্মত হইয়া গার্গী প্রভৃতির সহিত যাইতে যাইতে পথমধ্যে তাহাদিগকে বলিলেন—॥ ৫৫ ॥

"দেখ—মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা বিষ নাশ করিতে হয় ; মন্ত্র ত আমার কণ্ঠেই আছে ; আর যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা দন্তপিষ্ট (চর্ব্বিত) মন্ত্রপূত তাম্বুলবীটী মাত্র ; হে আর্য্যে ! তোমার বধূ তাহা ভক্ষণ করিবে কি ?"—বিদ্যাবলি জটিলাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"আমার সেই বধু ব্রাহ্মণজাতিতে পরম ভক্তিমতী, অতএব তোমার চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিবেই—ইহাতে বিচিত্র কি ?" গার্গী কহিলেন—"ঔষধাদিতে ত ভক্ষ্য অভক্ষ্য ইত্যাদির বিচার

প্রোবাচ গার্গী ন কিলৌষধাদা-
বভক্ষ্যভক্ষ্যস্য ভবেদ্বিচারঃ।
তত্রাপি ভূদেবকুলস্য শেষং
রাজাঽপি ভুঙ্‌ক্তে কিমুতান্যজাতিঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রবিষ্টবত্যাঃ স্বগৃহং ততঃ সা
বিদ্যাবলেঃ পাদযুগং স-পুত্রা।
অধাবয়ত্তৎ সলিলং স্ববধ্বা-
শ্চিক্ষেপ মূর্দ্ধাক্ষিমুখোরসি দ্রাক্ ॥ ৫৯ ॥
প্রোচে স্নুষে! কাপি মহানুভাবা
গর্গস্য পুত্র্যাগমদত্র ভাগ্যাৎ।
সা স্বস্থয়িষ্যত্যচিরেণ বিজ্ঞা
মন্ত্রৈ স্ত্বদঙ্গানি মুহুঃ স্পৃশন্তী ॥ ৬০ ॥
কিঞ্চাহিবল্লীদল-বীটিকাশ্চ
সঞ্চর্ব্ব্য দন্তৈঃ পঠিতৈঃ স্বমন্ত্রৈঃ।

হয় না—তাহাতে আবার ব্রাহ্মণ সকলের উচ্ছিষ্ট রাজাও ভক্ষণ করে, অন্য জাতির সম্বন্ধে আর কি কথা আছে?" ॥ ৫৬।৫৭।৫৮ ॥

বিদ্যাবলি গৃহে প্রবেশ করিলে পুত্রের সহিত জটিলা তাঁহার চরণ-যুগল ধৌত করাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই জল নিজ বধূর মস্তকে, চক্ষুতে, মুখে ও বুকে নিঃক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৯ ॥

জটিলা শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে স্নুষে! ভাগ্যবশতঃ মহানুভাবা সর্পবিদ্যানিপুণা গর্গকন্যা আসিয়াছেন—ইনি তোমার অঙ্গসকল মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্পর্শ করিতে করিতে অচিরকালমধ্যে তোমাকে সুস্থ করিবেন। আর এক কথা—মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ইনি দন্ত দ্বারা তাম্বুলবীটিকার্ব্ব চণ

নিধাস্যতে তন্মুখ এব তত্র
ঘৃণা ন কার্য্যা শপথো মমাত্র ॥ ৬১ ॥
বিদ্যাবলি স্তন্নিলয়ং প্রবিষ্টা
বিলোক্য রাধাং বসনাবৃতাঙ্গীম্ ।
বধ্বাঃ পদান্মস্তকতশ্চ বস্ত্র-
মুদঞ্চয়াদৌ জরতীত্যবোচৎ ॥ ৬২ ॥
ভুজঙ্গ মন্ত্রৈঃ রভিমন্ত্র্য পাণিঃ
সঞ্চালয়াম্যঙ্ঘ্রিত ঊর্দ্ধগাত্রে ।
যদ্যাবদঙ্গং বিষমারুরোহ
জ্ঞাত্বৈব তন্নির্বিবিষয়ামি মন্ত্রৈঃ ॥ ৬৩ ॥
তত শ্চলন্ পাণি রগাদমুষ্যা
বক্ষঃস্থলং নোর্দ্ধমতঃ পরং যৎ ।

করিয়া তোমার মুখেই প্রদান করিবেন—আমার শপথ লাগে, তুমি এবিষয়ে ঘৃণা করিও না ॥ ৬০—৬১ ॥

তখন বিদ্যাবলি শ্রীরাধার গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন শ্রীরাধার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত। তখন জটিলাকে বলিলেন—হে জরতি! তোমার বধূর আপাদমস্তক যে বসন দ্বারা আবৃত আছে, তাহা আগে সরাইয়া দাও ; কেন না, আমি ভুজঙ্গ-মন্ত্র জপ করিয়া পদতল হইতে ঊর্দ্ধ গাত্রে হস্ত চালনা করিব, যে অঙ্গ পর্য্যন্ত বিষ আরোহণ করিয়াছে, তাহা (হস্ত সঞ্চালনে) জানিয়া সেই অঙ্গে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া বিষশূন্য করিব ॥ ৬২—৬৩ ॥

[তদনন্তর জটিলা শ্রীরাধার অঙ্গাবরণ-বস্ত্র উত্তারণ করিলে] বিদ্যাবলি হস্তচালন করিতে করিতে শ্রীরাধার [শ্রীচরণ হইতে ক্রমশঃ]

তদ্ ঘট্টয়ামাস মুহুঃ করাভ্যা
মস্যা উরো গারুড়-মন্ত্রপাঠৈঃ ॥ ৬৪ ॥
বিদ্যাবলিঃ প্রাখ্যদহো কিমেতদ্
বিষং ন শাম্যেৎ করবৈ কিমত্র।
বৃদ্ধাঽব্রবীৎ স্বাস্যত ঔষধং তদাস্যে-
স্নুষায়াঃ ক্ষিপ ভোজয়ামুম্ ॥ ৬৫ ॥
মুহু র্মুহুঃ প্রাক্ষিপমৌষধং ত-
দাস্যে অমুষ্যাঃ কৃতমন্ত্র-পাঠা।
তথাপি বৈবর্ণ্যবতী বধূ স্তে
প্রকম্পতে নিঃশ্বসিতি প্রগাঢ়ম্ ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বা বহি র্গাত গৃহং কবাটে-
নাবৃত্য সর্পস্য জপামি মন্ত্রম্।

বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন—কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধদেশে আর হস্ত গমন করিল না—তখন মুহুর্মুহু গারুড়মন্ত্রপাঠ করিয়া করিয়া নিজ করযুগল দ্বারা শ্রীরাধার বক্ষোদেশ উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

বিদ্যাবলি বৃদ্ধাকে বলিলেন—"হে বৃদ্ধে! অহো কি হইল! বিষ যে কোনও প্রকারেই উপশম হইতেছে না! এখন এ বিষয়ে কি করিব? "তখন বৃদ্ধা কহিলেন—নিজ মুখ হইতে বধূর মুখে (পূর্ব্ব কথিত) ঔষধটি নিক্ষেপ করিয়া দেখ ত। উহাকে সেই ঔষধই প্রদান কর" ॥ ৬৫ ॥

বিদ্যাবলি কহিলেন—"হে বৃদ্ধে! আমি বারংবার তোমার বধূর মুখে মন্ত্রপূত ঔষধটি ত প্রক্ষেপ করিলাম, তথাপি তোমার বৈবর্ণ্যবতী বধূর কম্প হইতেছে এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস হইতেছে ॥ [দেখ, চিকিৎসা-পরিবর্ত্তন করিতে হইবে] তোমরা সকলে এখন গৃহ-বাহিরে যাও—এই গৃহের দ্বারে কপাট দিয়া আমি সর্পমন্ত্র জপ করিব। মুহূর্ত্ত মধ্যে

মুহূর্ত্ত-মাত্রেণ তমেব সর্প-
মাহূয় তেনাপি সহালপামি ॥ ৬৭ ॥
চিন্তা ন কার্য্যা তিলমাত্র্যপি দ্রাক্ *
সংজীবয়িষ্যামি বধূং ত্বদীয়াম্ ।
একাগ্রচিত্তা ঘটিকাত্রয়ান্তে
মন্ত্রং প্রজপ্যাখিলমীক্ষয়ামি ॥† ॥ ৬৮ ॥
গার্গী-গিরা তা যযু্রন্য গেহং
মুহূর্ত্তত শ্চাযযু্রপ্যথাত্র ।
বিদ্যাবলে র্বাচমহেশ্চ গোপ্যো
গৃহান্তরে ভোঃ শৃনুতেত্যথোচুঃ ॥ ৬৯ ॥
স্বরদ্বয়েনৈব জগাদ কৃষ্ণো
যত্তত্তু্ সখ্যঃ সহসাহবজগ্মুঃ ।

যে সর্প তোমার বধূকে দংশন করিয়াছে, তাহাকে আহ্বান করিয়া তাহারই সহিত আলাপ করিব। তোমরা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিও না—শীঘ্রই তোমার বধূকে জীবিত করিতেছি। একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিয়া তিন ঘটিকা পরে তোমাদিগকে সকল ব্যাপার দেখাইতেছি" ॥ ৬৬—৬৮ ॥

তৎপরে গার্গীর পরামর্শ মত তাঁহারা সকলেই অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন—এবং মুহূর্ত্তকাল পরেই পুনরায় তথায় আগমন করিলেন। অনন্তর গোপীগণ বলিলেন—"ওহে! তোমরা গৃহমধ্যস্থ বিদ্যাবলি এবং সর্পের বাক্য শ্রবণ কর" ॥ ৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণই যে দুই প্রকার স্বর অবলম্বন করিয়া এক স্বরে বিদ্যাবলির বাক্য ও অপর স্বরে সর্পের বাক্য অনুকরণ করিতেছেন—সখীগণ তাহা

* তিলমাত্র মত্র। † প্রজল্প্যাক্ষি নিমীলয়ামি।

যাঃ কৌতুকানন্দ-সমুদ্রয়ো র্দ্রাগ্
আবর্ত্ত-মগ্নাঃ সুভৃশং বিরেজুঃ ॥ ৭০ ॥
ভোঃ সর্পরাজাত্র কুত স্ত্বমাগাঃ
কৈলাসতঃ কস্য নিদেশকৃত্ত্বম্ ?
চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ স চ কীদৃশোঽভূদ্
ভুঙ্‌ক্ষ্বাভিমন্যুং জটিলা-সুতং দ্রাক্ ॥ ৭১ ॥
আগঃ কিমেতস্য, ন কিঞ্চ কিন্তু
তন্মাতুরেবাস্ত্যপরাধযুগ্মম্ ।
সা কিং ন দষ্টা, গরলানলাদ-
প্যপত্য-শোকাগ্নি রতীব তীব্রঃ ॥ ৭২ ॥

তৎক্ষণাৎ অবগত হইলেন। তাঁহারা তখন যুগপৎ কৌতুক ও আনন্দ সমুদ্রের আবর্ত্তে নিমজ্জন করিয়া পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ [বিদ্যাবলির স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন]—"হে সর্পরাজ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?" সর্প স্বর—"কৈলাস হইতে।" বিদ্যাবলি—"কাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী তুমি" ? "সর্প—চন্দ্রার্দ্ধমৌলির (শিবের) আদেশ বহন করিতেছি"। "বিদ্যাবলি—তাঁহার কি আদেশ ?" সর্প—"জটিলা পুত্র অভিমন্যুকে ভক্ষণ কর" ॥ ৭০-৭১ ॥

বিদ্যাবলি—"অভিমন্যুর অপরাধ কি" ? সর্প—"তাহার কোনই অপরাধ নাই। কিন্তু তাহার মাতার দুইটি অপরাধ হইয়াছে।" বিদ্যাবলি—"তবে অভিমন্যুর মাতাকেই দংশন করিলে না কেন ?" সর্প—"বিষানল হইতেও পুত্র শোকানল অতীব তীব্র কিনা—তাহাই তাহাকে যথেষ্ট অনুভব করাইবার অভিপ্রায়ে জটিলাকে দংশন করি নাই।" বিদ্যাবলি—"অভিমন্যুকে ত্যাগ করিয়া তাহার স্ত্রীকে দংশন করিলে কেন ?"

তয়াহনুভূতো ভবতু প্রগাঢ়-
মিত্যেতদর্থং নহি দশ্যতে সা।
ত্যক্ত্বাহভিমন্যুং কথমস্য জায়া
দষ্টাহত্র সাধব্য-বর-প্রদানাৎ ॥ ৭৩ ॥
দুর্ব্বাসসাসৌ প্রথমং ন তস্মা
দ্দষ্টঃ স দষ্টব্য ইহ প্রভাতে।
পুত্রস্য বধ্বাশ্চ যথাহতি শোকে
জাজ্জ্বল্যতে সা নিখিলং স্বমায়ুঃ ॥ ৭৪ ॥
কিং হন্ত তস্যাঃ অপরাধ-যুগ্মং
দুর্ব্বাসসি শ্রীল হরস্বরূপে।
কটাক্ষ একোহস্ত্যপরস্তু শম্ভো
র্য ইষ্টদেবো হরিরস্য চাংশে ॥ ৭৫ ॥
নন্দাত্মজেহ-লীক মহাপ্রবাদ
স্তদ্ভোজনে বাধকরঃ স্ব-বধ্বাঃ।

সর্প—"মুনিবর দুর্ব্বাসা শ্রীরাধাকে (সাধব্য) বর প্রদান করিয়াছেন বলিয়া [অর্থাৎ সতীকুলশিরোমণি শ্রীরাধা জীবিত থাকিতে অভিমন্যুর বিঘ্ন করা অসম্ভব—দুর্ব্বাসার বরের এমনই প্রভাব এবং শ্রীরাধারও সতীত্বের এমনই প্রতাপ; কাজেই সর্ব্বাগ্রে শ্রীরাধাকে দংশন করিয়া জীবনহীন না করিলে ত আর অভিমন্যুর মরণ হইবে না; তজ্জন্য] অদ্য শ্রীরাধাকে দংশন করিলাম, আগামীকল্য প্রভাতে অভিমন্যুকেও দংশন করিব। তাহাতে পুত্র ও পুত্রবধূর অতিশোকে বৃদ্ধা জটিলা অবশিষ্ট জীবনটী জাজ্জ্বল্যমানা হইবে" ॥ ৭২—৭৪ ॥

বিদ্যাবলি—"বলুন দেখি—বৃদ্ধার দুইটী অপরাধ কি কি?" সর্প—"শ্রীল হর-স্বরূপ দুর্ব্বাসার প্রতি কটাক্ষ—এক অপরাধ। দ্বিতীয়

নিরোধতস্তন্নিজকন্যয়া সা
সার্দ্ধং ব্রজে রোদিতু সর্ব্বকালম্ ॥ ৭৬ ॥ [যুগ্মকম্]
হা পুত্র ! হা প্রাণসমে স্নুষে কিং
শৃণোমি হা হন্ত ! চিরায়ুষৌ ত্বম্ ।
বিদ্যাবলে ! ত্বচ্চরণৌ প্রপন্না
প্রসাদয়ামুং ভুজগাধিরাজম্ ॥ ৭৭ ॥
বধূং ন রোৎস্যামি কদাপি সেয়ং
প্রযাতু নন্দস্য পুরং যথেষ্টম্ ।
সম্ভোজয়িত্বৈব হরিং প্রকামং
পক্ত্বা পুন র্মদ্‌গৃহমেতু নিত্যম্ ॥ ৭৮ ॥

অপরাধ হইতেছে এই যে—শত্রুর যিনি ইষ্টদেব, সেই শ্রীহরির অংশস্বরূপ নন্দনন্দনের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপণ পূর্ব্বক নিজ বধূনিরোধ করিয়া তাঁহার ভোজনে বাধা প্রদান। অতএব এই দুই অপরাধের দরুণ পুত্রবধূ ও পুত্রশোকে জটিলা নিজকন্যার সহিত ব্রজমণ্ডলে চিরকাল রোদন করুক্” ॥ ৭৫—৭৬ ॥

বৃদ্ধা [ইহা শুনিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং] আর্ত্তনাদে বলিতে লাগিলেন—“হা পুত্র ! হা প্রাণসমা স্নুষা ! হায় ! হায় !! তোমরা উভয়ে চিরায়ু হইয়াছ—ইহা কি আর শুনিতে পাইব না ?” পরে বিদ্যাবলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“হে বিদ্যাবলে ! আমি তোমার চরণে প্রপন্ন হইলাম, ঐ সর্পাধিরাজকে [যে কোনও প্রকারে] প্রসন্ন কর। আর কখনও বধূকে নিরোধ করিব না—বধূ প্রতিদিন যথেচ্ছ নন্দালয়ে গমম করিয়া রন্ধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবে এবং নিত্য পাককার্য্য সমাপনান্তেই আমার বধূ আমার গৃহে আসিবে ॥ ৭৭—৭৮ ॥

দুর্ব্বাসসং তং শতশো নমামি
মুনেঽপরাধং মম হা ক্ষমস্ব।
জরাতুরায়া অতিমন্দবুদ্ধে
রাজন্ম-বাতূলতয়া স্থিতায়াঃ ॥ ৭৯ ॥

কন্যা মমেয়ং তু সদা কুবুদ্ধি
র্বধূং সুশীলাং প্রসভং দুনোতি।
শ্রুত্বেতি মাতু র্বচনং ধরণ্যাং
নিপত্য সোচে কুটিলাঽপি নত্বা ॥ ৮০ ॥

ক্ষমস্ব সর্পেন্দ্র! কৃপাং কুরুষ্ব
মদ্‌ভ্রাতরং মা দশ নৈব রোৎস্যে।
বধূং ন চাপি প্রবদামি যাতু
তত্রালিভি র্যত্র ভবেত্তদিচ্ছা ॥ ৮১ ॥

"হে দুর্ব্বাসা মুনিবর! আমি তোমার চরণে শত শত দণ্ডবৎ নমস্কার পূর্ব্বক বলিতেছি যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি জরাতুরা ও অতিশয় মন্দবুদ্ধি এবং আজন্ম বাতুল (উন্মত্ত) বলিয়াই আমার প্রসিদ্ধি আছে।। ৭৯।।

"আমার এই কন্যা কুটিলা সর্ব্বদাই কুবুদ্ধি-সম্পন্না—আমার সুশীলা বধূকে অকারণে অতিশয় যন্ত্রনা দেয়।"—মাতার এই বাক্য শুনিয়া সেই কুটিলাও ধরণীতলে পতিত হইয়া সর্পরাজের উদ্দেশে নমস্কার পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—হে "সর্পেন্দ্র! ক্ষমা কর, কৃপা কর, আমার ভ্রাতাকে দংশন করিও না—বধূকে আর নিরোধ করিব না—তাঁহাকে আর পরিবাদও দিব না, যেখানে ইচ্ছা হয় সখীগণের সহিত বধূ যাইতে পারিবে।।" ৮০—৮১।।

সর্পোঽবদদ্ ভোঃ শৃণুতাশু গোপ্যঃ
সাধ্ব্যেব রাধা শপথোঽত্র শম্ভোঃ।
ত্বঞ্চাপি কৃত্বা শপথং স্বসূনো
মূর্দ্ধ্নো বদাত্রাস্তু মম প্রতীতিঃ ॥ ৮২ ॥
ত্বদুক্ত ইত্থং শপথঃ কৃতোঽয়ং
বধূং ন রোৎস্যামি কদাপ্যহীন্দ্র !
স্নুষা চ পুত্রশ্চ চিরায় জীব-
ত্বিমং বরং মে কৃপয়া প্রযচ্ছ ॥ ৮৩ ॥
বাঢ়ং প্রসন্নোঽস্মি জরত্যয়ি ত্বং
দুর্ব্বাসসং পূজয় ভোজয়স্ব।
রাধাঙ্গতঃ স্বং গরলং গৃহীত্বা
ব্রজামি কৈলাসমিতোঽধুনৈব ॥ ৮৪ ॥
কৃষ্ণ-প্রবাদং যদি তে স্নুষায়ৈ
দদাসি দেহাত্র ন মেঽস্তি কোপঃ।

সর্পশ্বর বলিল – হে গোপীগণ! তোমরা সত্বর আমার বচন শ্রবণ কর; আমি শম্ভুর শপথ করিয়া বলিতেছি যে শ্রীরাধা সাধ্বীই। হে জটিলা! আমার মত তুমিও তোমার পুত্রের মস্তকের শপথ করিয়া এই কথা স্বীকার কর। তবে আমার বিশ্বাস হউক ॥ ৮২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জটিলা শপথ করিয়া বলিলেন—"হে সর্পরাজ! তোমার বচনে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। আমি কখনও বধূকে নিরোধ করিব না—তুমি এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে এই বর প্রদান কর যে, আমার বধূও পুত্র চিরজীবী হউক" ॥ ৮৩ ॥

সর্প—"অয়ি জরতি! আচ্ছা; আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি মুনিবর দুর্ব্বাসাকে পূজা কর ও ভোজন করাও,

রুণৎসি তাং চেৎ সহসাগত স্তে
বধূঞ্চ পুত্রঞ্চ রুষা দশামি ॥ ৮৫ ॥
প্রোবাচ বিদ্যাবলি রাত্তমোদা
ভো গোপিকা ধত্ত মুদং মহিষ্ঠাম্ ।
বিষং গৃহীত্বান্তরধাদহীন্দ্রো
নিরাময়াভূদ্ বৃষভানু-পুত্রী ॥ ৮৬ ॥
উদ্‌ঘাটয়ামাস যদা কবাটং
তদৈব সর্ব্বা বিবিশু গৃহান্তঃ ।
পপ্রচ্ছু রেতাময়ি! কীদৃশী ত্বং
সুস্থাহস্মি তাপো মম নাস্তি কোহপি ॥ ৮৭ ॥

আমি এক্ষণই শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে বিষ গ্রহণ করিয়া কৈলাসে যাত্রা করিলাম। হে বৃদ্ধে! যদি কৃষ্ণ পরিবাদ নিজ বধূকে প্রদান করিতে চাও তবে (যথেষ্ট) কর, ইহাতে তোমার প্রতি আমার কোপ হইবে না, কিন্তু যদি [অদ্যকার মত] তাঁহাকে নিরোধ কর, তবে তৎক্ষণাৎ আসিয়া রোষপরবশ হওতঃ তোমার পুত্র ও বধূকে দংশন করিয়া সংহার করিব" ॥ ৮৪—৮৫ ॥

তখন আনন্দ মনে বিদ্যাবলি বলিলেন—"হে গোপিকাগণ! তোমরা এক্ষণে পরমানন্দ লাভ কর। বিষ-গ্রহণপূর্ব্বক সর্পরাজ অন্তর্ধান করিয়াছেন - বৃষভানুনন্দিনীও এখন নিরাময় (সুস্থ) হইয়াছেন" ॥ ৮৬ ॥

তখন দ্বার উদ্ঘাটন করিলে সকলে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন—এবং শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ি রাধে! তুমি এখন কিরূপ আছ?" শ্রীরাধা বলিলেন—"আমি সুস্থ আছি—আর আমার কোনই তাপ নাই" ॥ ৮৭ ॥

বিষ্ঠাবলে রঙ্ঘ্রি যুগং প্রণেমু
র্ধন্যৈব বিদ্যা তব ধন্যকীর্ত্তে।
সংজীব্য রাধাময়ি পুণ্যবীথীং
ধন্যামবিন্দ স্তব ধন্যমায়ুঃ ॥ ৮৮ ॥
ললাগ কর্ণে কুটিলা জরত্যাঃ
সা প্রাহ কন্যে কিমিদং ব্রবীষি।
একেন হারেণ কিমদ্য সর্ব্বা-
লঙ্কার মস্যা অধুনৈব দাস্যে ॥ ৮৯ ॥
স্নুষে! প্রসীদ স্বকরেণ সর্ব্বা-
লঙ্কারমেতাং পরিধাপয় ত্বম্।
ব্রজেশ্বরী ত্বজ্জননী চ শীঘ্রং
দাস্যত্যনেকাভরণানি তুভ্যম্ ॥ ৯০ ॥

তখন সকলে বিদ্যাবলির চরণ-যুগলে পতিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—"হে বিদ্যাবলে! তোমার বিদ্যা ধন্য এবং তোমার কীর্ত্তিও ধন্য; তুমি শ্রীরাধিকাকে সংজীবিত করিয়া প্রচুর ধন্য পুণ্যরাশি অর্জ্জন করিয়াছ এবং তোমার আয়ুও ধন্যই হইয়াছে।।" ৮৮।।

তখন কুটিলা জননীর কর্ণের সমীপে গিয়া বলিলেন যে ইহাকে শ্রীরাধার হারখানা পুরস্কার দিতে হইবে। জটিলা বলিলেন—"সে কি কথা বলিতেছ, কুটিলে? কেবল একখানা হার কেন? অদ্য শ্রীরাধার সকল অলঙ্কারই এক্ষণেই উহাকে দিতেছি।।" ৮৯।।

অনন্তর শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে স্নুষে! তুমি প্রসন্নচিত্তে নিজের সমস্ত অলঙ্কার ইঁহাকে পরাইয়া দাও; ব্রজেশ্বরী ও তোমার জননী অচিরকালমধ্যে তোমাকে অনেক আভরণ দিবেন।।" ৯০।।

বিদ্যাবলে ! মচ্ছপথো ন নে তি
মা ব্রূহ্যতো মৌনবতী ভব ত্বম্ ।
ততস্তু রাধা পরিধাপয়ন্তী
ভূষাম্বরাদি স্বগতং জগাদ ॥ ৯১ ॥
যো মাং সখীনাং পুরতোঽপি নৈব
শশাক সম্ভোক্তুময়ং প্রিয়ো মে ।
শ্বশ্র্বা ননান্দুশ্চ সমক্ষমেব
মাং নির্ব্বিবাদং সমভুঙ্‌ক্ত বাঢ়ম্ ॥ ৯২ ॥
বাম্যঞ্চ কর্ত্তুম্ মম নাবকাশো
হ্ভূবং পরং কেবল দক্ষিণৈব ।
কিন্ত্বদ্য বাঞ্ছা জনুষোঽপ্যপূরি
তচ্চর্ব্বিতং ভুক্তমহো মুহুর্যৎ ॥ ৯৩ ॥

বিদ্যাবলিকে বলিলেন—"হে বিদ্যাবলে ! আমার বধূ তোমাকে স্বহস্তে আভরণ পরাইবে—আমার শপথ, তুমি 'গ্রহণ করিব না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না—নীরবেই থাক।" তৎপর শ্রীরাধা বিদ্যাবলিরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বসনভূষণাদি পরাইতেছেন, আর স্বগত (মনে মনে) বলিতেছেন—॥ ৯১ ॥

"যিনি আমার (প্রাণসমা) সখীদের সম্মুখেও আমাকে সম্ভোগ করিতে পারেন নাই—সেই এই প্রিয়তম আমার, শাশুড়ী ও ননদিনীর সম্মুখেই আমাকে নির্ব্বিবাদে যথেচ্ছ উপভোগ করিলেন" ॥ ৯২ ॥

"আমি অদ্য বাম্যা হইতে অবকাশই পাইলাম না—অদ্য কেবল দক্ষিণাই ছিলাম ; সে যাহা হউক, অদ্য আমার জন্মের বাঞ্ছাই পূর্ণ হইল—যেহেতু প্রিয়তমের চর্ব্বিত তাম্বূল মুহুর্মুহু ভক্ষণ করিতে পাইয়াছি ॥ ৯৩ ॥

পাদে নিপত্যৈব মদীয়কান্ত-
মানীয় সাক্ষাৎ সমভোজয়ন্মাম্।
বধূং তদস্যা শ্চরণে ননান্দুঃ
শ্বশ্র্বাশ্চ মে ভক্তি রবিচ্যুতাঽস্তু ॥ ৯৪ ॥
সম্ভোগপশ্চাদপি তন্নিদেশা-
চ্ছৃঙ্গারয়ামি প্রিয়মগ্রতোঽপি।
অস্যা অয়ে ধন্য বিধে নুর্ম স্থাং
বৃত্তং তবৈতৎ ক্ব নু বর্ণয়ামি ॥ ৯৫ ॥
বিদ্যাবলিঃ প্রাহ ভগিন্যতঃ কিম্
আর্য্যে! ত্বদাজ্ঞাং করবৈ বদৈতৎ।
যাবো গৃহং শীঘ্রমতঃ পরন্তু
রাত্রি র্নিশীথাদপি হ্যধিকাঽভূৎ ॥ ৯৬ ॥

[যে শ্বশ্রু ও ননদীকে এতদিন আমার শত্রু বলিয়া মনে হইত] "**অদ্য** তাঁহারাই আমার প্রাণকান্তের পাদযুগলে পতিত হইয়া নিজ গৃহে আনিয়া আমার সহিত মিলিত করাইয়া সাক্ষাৎভাবেই আমাকে উপভোগ করাইয়াছেন। অতএব, আমার শাশুড়ী ও ননদীর চরণে যেন আমার অটলা ভক্তি হয়--এই প্রার্থনা ॥ ৯৪ ॥

"অদ্য আমি [রহোলীলা] সম্ভোগের পরেও সেই শাশুড়ীরই আদেশমত প্রিয়তম প্রাণবল্লভকে তাঁহাদেরই সমক্ষে বিভূষিত করিতেছি! হে ধন্য বিধে! তোমাকে নমস্কার করিতেছি (স্তব করিতেছি); তোমার এই বৃত্তান্ত কোথায় কাহার নিকট বর্ণন করিব ?" ৯৫ ॥

তদনন্তর বিদ্যাবলি কহিলেন—"হে ভগিনি! হে আর্য্যে! রাত্রি নিশীথ হইতে ও অধিক হইয়াছে। এখন তোমাদের আর কি নিদেশ পালন করিব বল। শীঘ্রই আমরা দুই ভগিনী গৃহে যাইতেছি" ॥ ৯৬ ॥

জরত্যবাদীদয়ি গার্গি ! বিদ্যা-
বলি স্তথা ত্বঞ্চ হঠাদিয়ত্যাম্ ।
রাত্রৌ কথং যাস্যথ আঃ সুখেন
মমৈব গেহে স্বপিতং কথং ন ? ৯৭ ॥
জগাদ গার্গী জটিলে ! ত্বদুক্ত-
মবশ্যমেতৎ করবাব বাঢ়ম্ ।
ন যাতি চিত্তাদ্বিষ-শেষগন্ধ-
সম্ভাবনা মে খলসর্পজাতেঃ ॥ ৯৮ ॥
প্রোবাচ বাঢ়ং জটিলা স-কন্যা
তদদ্য বধ্বা সহ পুষ্পতল্পে ।
একত্র বিদ্যাবলি রিদ্ধমন্ত্রা
সুখং বলভ্যাং স্বপিতু প্রকামম্ ॥ ৯৯ ॥

তখন বৃদ্ধা জটিলা বলিলেন—"হে গার্গি ! হে বিদ্যাবলি ! তোমরা সহসা এত রাত্রিতে কিরূপে নিজগৃহে যাইবে ? আহা ! আমারই গৃহে কেন সুখে শয়ন কর না ॥" ৯৭ ॥

গার্গী কহিলেন—"জটিলে ! আমরা অবশ্যই তোমার বচন পালন করিব—যেহেতু আমাদের চিত্ত হইতে খল সর্পজাতির বিষ-গন্ধ এখনও সম্যক বিদূরিত হয় নাই, অর্থাৎ কৃষ্ণ-সর্পদষ্টদিগের বিষবিক্রম প্রথমতঃ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় উত্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব মান্ত্রিকের নিকটে থাকার প্রয়োজন আছে ॥" ৯৮ ॥

অনন্তর কুটিলা ও জটিলা উভয়েই বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হউক ; হে গার্গি ! মন্ত্রাভিজ্ঞা বিদ্যাবলি অদ্য বলভীর (ছাঁদের) উপরে কুসুমশয্যায় বধূর সহিত একত্র সুখে শয়ন করুক্" ॥ ৯৯ ॥

ইত্থং বিলাস-রসিকৌ রতসিন্ধু-চারু *
হিল্লোল-খেলনকলাঃ কিল তেনতু স্তৌ।
প্রেমাব্ধিকৌতুকমহিষ্ঠতরঙ্গরঙ্গে
সখ্যঃ সুখেন ননৃতু র্ন বিরামমাপুঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং তৃতীয়ং কুতূহলম্ ॥ ৩ ॥

এইপ্রকারে বিলাস-রসিক শ্রীরাধাকৃষ্ণ—সুরত-সিন্ধুর সুচারুহিল্লোলে নানাবিধ খেলন-কলা (কৌশল) বিস্তা প্রকাশ করিলেন। আর সেই প্রেমসাগরের কৌতুকরূপ মহাতরঙ্গপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে সখীগণ নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন —তাঁহার সেই নৃত্য হইতে বিরত হইলেন না ॥ ১০০ ॥

* রসসিন্ধু চারু……

ইতি তৃতীয় কুতূহল ॥ ৩ ॥

চতুর্থং কুতূহলম্ ॥ ৪ ॥

রাধা কদাচিদতি মানবতী বভূব তাং
ন প্রসাদিয়তুমৈষ্ট হরিঃ প্রসহ্য *।
সামাদিভি র্বহুবিধৈ র্বিততৈ রুপায়ৈঃ
কৌন্দ্যা সহাথ কিমপি প্রততান মন্ত্রম্ ॥ ১ ॥

একদিন —রাধা মহা মানবতী হইলেন; শ্রীহরি সামাদি (সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড) বহুবিধ উপায়রাজি অবলম্বন করিয়াও কোন প্রকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেন না—তখন কুন্দলতার সহিত নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

* প্রযত্নতন্।

ভূষাম্বরাদি পরিধায় বিধায় নারী-
বেশং বিকস্বর পিক-স্বর-মঞ্জু-কণ্ঠঃ।
সার্দ্ধং তয়া মৃদুরণন্মণি-নূপুরাভ্যাম্-
পদ্ভ্যাং জগাম জটিলা-নিলয়ং নিলীয় ॥ ২ ॥
আরাদ্বিলোক্য সহসা সহসা সহালিঃ
সৌন্দর্য্য-বিস্মিতমনা অবদন্মৃগাক্ষী।
এহ্যেহি কুন্দলতিকে! বদ বৃত্তমাশু
কিং হেতুকং গমনমেতদভূদকস্মাৎ ॥ ৩ ॥
কেয়ং কুতঃ কিমভিধানবতীতি পৃষ্টা
শ্রীরাধয়াবদদিমাং প্রতি কুন্দবল্লী।
নাম্না কলাবলি রিয়ং মথুরা প্রদেশা
দত্রাগতা শ্রুতভবদ্গুণ-নামকীর্ত্তিঃ ॥ ৪ ॥

তদনন্তর তিনি বসন ভূষণাদি পরিধানপূর্ব্বক নারীবেশে সজ্জিত হইলেন; সুন্দর পিকবিনিন্দিত মঞ্জু (মনোজ্ঞ) কণ্ঠে কথা কহিতেছেন এবং শ্রীচরণযুগলে মণিনুপূর মৃদু মধুর বাজিতেছে—এইভাবে কুন্দলতার সহিত জটিলার গৃহাভিমুখে গোপনে যাত্রা করিলেন ॥ ২ ॥

দূর হইতে কুন্দলতার সঙ্গে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী তাঁহাকে সহসা দেখিয়া আলিগণের সহিত সেই হাস্যবদনা হরিণ-নয়না শ্রীরাধার মন বিস্মিত হইল এবং কুন্দলতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"এস, এস কুন্দলতে! শীঘ্র বল দেখি অদ্য অকস্মাৎ কিজন্য আসিয়াছ?" ৩ ॥

"ওহে! তোমার সঙ্গিনী এ রমণী কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? ইহার নামই বা কি?" শ্রীরাধা এই প্রশ্ন করিলে কুন্দলতা বলিলেন—"হে রাধে! ইহার নাম—**কলাবলি**। তোমার

গানৈ র্গিরাং গুরুমপি প্রভবেদ্বিজেতুং
কিম্বাচ্যমেতদবগচ্ছত গাপয়িত্বা।
কস্মাদশিক্ষদিয়তীময়ি! গান-বিদ্যাং
সাক্ষাৎ পুরন্দর-গুরোঃ ক্ব নু তৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ৫ ॥
সত্রং যদাঙ্গিরসমত্র বরাঙ্গি! বৃষ্ণি-
পুর্য্যাং ব্যতন্বত নু মাথুর-বিপ্রবর্য্যৈঃ।
তর্হ্যেব সোঽমর-পুরাৎ সহসৈত্য মাসং
বাসং বিধায় পরমাদৃত আননন্দ ॥ ৬ ॥
মধ্যে সতাং * স হি কদাচিদগায়দেবং
গীতং যদেতদদধাদিয়মালি! সত্তঃ।

নাম, গুণ, কীর্ত্তি প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া মথুরা হইতে এখানে আসিয়াছেন। "সঙ্গীতবিদ্যায় ইনি বৃহস্পতিকে ও পরাভব করিতে পারেন; অধিক কি বলিব—তুমি ইহা দ্বারা গান করাইয়া স্বয়ংই এই বিষয়ে অবগত হও।" শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি কুন্দলতে! ইনি এই গান-বিদ্যা কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন?" কুন্দলতা বলিলেন—"পুরন্দরের (ইন্দ্রের) গুরু বৃহস্পতির নিকট"। শ্রীরাধা—"ইনি তাঁহার দর্শন পাইলেন কি প্রকারে?" ৪—৫ ॥

কুন্দলতা বলিলেন—"হে বরাঙ্গি রাধে! মাথুর বিপ্রগণ যে এক সুমহান্ আঙ্গিরস সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—সেই যজ্ঞেই বৃহস্পতি সুরলোক হইতে মথুরায় উপস্থিত হইয়া একমাস কাল পরমাদৃত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

"হে সখি রাধে! সেই সময় একদিন সজ্জন-সভায় বৃহস্পতি একটি গান করিয়াছিলেন—অহো। এই মেধাবতী (কলাবলি) সেই

* মধ্যে সভং।

মেধাবতী তদপরেদ্যু রহো জগৌ তৎ
তেন স্বরেণ বত তৈরপি তালতানৈঃ ॥ ৭ ॥
শ্রুত্বা বৃহস্পতি রহো মম গীতমারাৎ
কা গায়তীতি বহু বিস্ময়বানবাদীৎ।
মর্ত্ত্যোঽপ্যশিক্ষদয়ি মৎ-সকৃদুক্তিতো যদ্
দুর্গং দ্যুগানমপি বিপ্র! তদানয়ৈতাম্ ॥ ৮ ॥
বিপ্রাদেশমবাপ্য গীষ্পতিপুরো যাতামিমাং সোঽব্রবীৎ
ত্বামধ্যাপয়িতাঽস্মি ধীমতি! পরাং গান্ধর্ববিদ্যামহম্।
মেধা তেঽনুপমা পিকালিবিজয়ী কণ্ঠো যথা দৃশ্যতে
নৈবেদৃঙ্* মনুজেষু লব্ধ-জনুষাং নো কিন্নরীণামপি ॥ ৯ ॥

দুরূহ গীতটি সত্বই ধারণা করিয়া পরদিন ঐ গীতই সেই স্বরে ও সেই তালমানে গান করিতেছিলেন ॥ ৭ ॥

"বৃহস্পতি ইঁহার মুখে ঐ গীতটি শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া একজন মাথুর ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন—অহো! আমার গীতটিই নিকটে কোন্ রমণী গান করিতেছে হে? এই নারী মর্ত্ত্যলোক-বাসিনী হইয়াও দুর্গম স্বর্গীয় গানও একবার আমার মুখে শুনিয়াই শিক্ষা করিয়াছে—অতএব, হে বিপ্র! ইঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ত!! ৮ ॥

বৃহস্পতির আদেশ অনুসারে সেই বিপ্র ইঁহাকে তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করিলে তিনি বলিলেন—"হে ধীমতি! আমি তোমাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গান্ধর্ব্ববিদ্যা অধ্যয়ন করাইব—যেহেতু তোমার মেধা অনুপমা এবং কণ্ঠ ও পিক-(কোকিল) কুলবিজয়ী; অহো! এতাদৃশ মেধা ও কণ্ঠ মনুষ্যলোকে হয় না—অধিক কি, কিন্নরীদের পর্য্যন্ত ঐ প্রকার দেখা যায় না!" ॥ ৯ ॥

* নৈতাদৃঙ্………

অধাপ্য মাসমিহ বর্ষমপি স্বয়ং স্ব-
নীতামপাঠয়দিমামিয়মাশ্বিনান্তে।
প্রাপ্যাবনীং মধু-পুরীমগমদ্ ব্রজে হ্যঃ
সায়ং তথাদ্য তু তবাগ্রতঃ আগতাঽভূৎ ॥ ১০ ॥
তদ্ গীয়তাং কিমপি ভাবিনি কং নু রাগং
গায়ানি মালবমিহ প্রণয় প্রদোষে।
কম্বা স্বরং সুমুখি ! যড়্জমথ শ্রুতিম্বা
কাং তস্য বচ্মি চতুস্ব্বিতি চাদিশ ত্বম্ ॥ ১১ ॥
কণ্ঠে শ্রুতি র্ন তব বাত-কফাদিদোষা-
চ্ছুদ্ধা ভবিষ্যতি কদাপি বিনৈব বীণাম্।
তদ্রাগতাল-গমক-স্বর-জাতি-তান-
গ্রামশ্রিয়া মধুরমাতনু গীতমেকম্ ॥ ১২ ॥

বৃহস্পতি একমাস কাল মধুপুরীতে ইঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন, তৎপরে স্বর্গে নিয়াও ইঁহাকে এক বৎসর কাল পড়াইয়াছেন। ইনি আশ্বিন মাসের শেষে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া গতকল্য মধুপুরীতে ছিলেন, অদ্য সায়ংকালে ব্রজে তোমার নিকট আসিয়াছেন" ॥১০ ॥

সকল কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"হে ভাবিনি ! কিছু ত গান কর"; কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! কোন্ রাগে গান করিব ?" শ্রীরাধা—"প্রদোষে মালব রাগই গান কর"; কলাবলি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে সুমুখি ! কোন্ স্বর গান করিব" ? শ্রীরাধা—"ষড়্জ" ; কলাবলি—"হে রাধে ! উহার চারিটী শ্রুতির মধ্যে কোন শ্রুতি অবলম্বনে গান করিব, তাহাও আদেশ কর" ॥ ১১ ॥

তখন শ্রীরাধা কহিলেন—"হে সুন্দরি ! তোমার কণ্ঠে বাতকফাদি

রাধে ! বিনৈব ভবতীমিহ গানবিদ্যাং
জানন্তি কাঃ কলয়তাহমিলিতাঃ শ্রুতী স্তাঃ।
প্রোচ্যেত্থমাতনুত কেক্যালিবৃন্দনিন্দি-
তানা ননা তনন রীতি স্বরীতি-গানম্ ॥ ১৩ ॥
আদৌ প্রিয়ালি-বিততে র্নয়নাশ্রু-নদ্যঃ
সস্রু স্ততঃ স্থগিততাং যযু রেব মধ্যে।
অন্ত্যক্ষণে তু করকোপলতামবাপ্য
পেতু ষ্ঠনট্ঠনদিতি ক্ষিতি-পৃষ্ঠ এব ॥ ১৪ ॥
তস্যাঃ কঠোরতর-মানজুষ স্ত চিত্ত-
হীরোপলং দ্রবমবাপ যদৈব সদ্যঃ।

দোষবশতঃ শুদ্ধা শ্রুতিতে গান করিতে কখনই পারিবে না—কেবল বীণায় শ্রুতি শুদ্ধরূপে গান হয়; অতএব, তাল, গমক, স্বর, জাতি, তান, গ্রাম ইত্যাদির সহিত একটি মধুর গানই শুনাও ॥ ১২ ॥

কলাবলি বলিলেন—"হে রাধে! তুমি বিনা ইহ জগতে গান-বিদ্যা কে জানে? অতএব অমিলিত শ্রুতিতেই গান করিতেছি—শ্রবণ কর"; এই বলিয়া কলাবলি "তা না না ত ন ন ঝ" প্রভৃতি স্বর ধরিয়া ময়ূর ও ভ্রমর-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে অতি সুন্দর গান ধরিলেন ॥ ১৩ ॥

সেই গান-রীতি শ্রবণে প্রথমতঃ প্রিয় সখীগণের নয়ন হইতে অশ্রু নিঃসৃত হইয়া নদী প্রবাহের ন্যায় বহিয়া চলিল, মধ্যসময়ে অশ্রুপতন স্থগিত হইল এবং শেষ কালে অশ্রু করকা (শিলা) হইয়া নয়ন হইতে ঠনৎ ঠনৎ শব্দ করিয়াই ক্ষিতিপৃষ্ঠে পড়িতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

সেই মানময়ী শ্রীরাধার [মান সম্বলিত] চিত্তরূপ অতি কঠোর হীরক খণ্ডটিও দ্রবীভূত হইয়া গেল; এজন্য শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎই

সাশ্চর্য্য মাখ্যদয়ি হন্ত ! কলাবলে ত্বদ্-
গানং সুধাং সুরপুরস্য তিরস্করোতি ॥ ১৫ ॥
ত্বাদৃগ জনো যদি মমান্তিক এব তিষ্ঠেদ্
ভাগ্যাজ্জনু স্তদখিলং সফলীকরোমি ।
নন্দাত্মজো যদি পুনঃ শৃণুয়াদ্ গুণন্তে
কণ্ঠাদ্ বহি র্নহি করোতি তদা কদাপি ॥ ১৬ ॥
অব্রূত কুন্দলতিকা ন বদৈতদেতাং
সাধ্বীং ত্বমেব নিজকণ্ঠতটীং নয়েনাম্ ।
নৈবান্যথা কুরু ততস্ত্ব পরার্দ্ধ নিষ্কং
দিৎসুঃ সুখেন পরিরব্ধু মিয়েব রাধা ॥ ১৭ ॥

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"অয়ি দেবি ! কলাবলে !! তোমার এই গান সুরলোকের সুধাকেও তিরস্কার করে !!" ১৫ ॥

"তোমার মত [গুণবতী] নারী যদি আমার ভাগ্যবশতঃ আমার নিকটেই থাকে, তাহা হইলে আমার এই সমগ্র জীবনটা সফল করিতে পারি ! দেখ হে ! নন্দনন্দন যদি তোমার এই গুণ (গানবিদ্যা) শ্রবণ করেন, তবে কখনও তোমাকে কণ্ঠ হইতে বাহির করিবেন না, অর্থাৎ কণ্ঠহার করিয়া সর্ব্বদা ধারণ করিবেন ॥" ১৬ ॥

কুন্দলতা কহিলেন—"হে রাধে ! পরম সাধ্বী কলাবলিকে এতাদৃশ [অসদৃশ] বচন বলিও না ; তুমিই ইঁহাকে কণ্ঠতটে গ্রহণ কর ; অন্যথা করিও না ।" অনন্তর শ্রীরাধা তঁাহাকে পরার্দ্ধ মূল্যের নিষ্ক (হার) কিম্বা পরার্দ্ধ সুবর্ণমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, অমনিই ললিতা কাণে কাণে শ্রীরাধাকে একটি গোপনীয় কথা বলিলেন, [হে রাধে ! কাহাকে আলিঙ্গন করিতে

কর্ণে ললাগ ললিতাহথ বিমৃশ্য সুভ্রূ
রূচে ব্রবীষি বরবর্ণিনি সত্যমেতৎ।
সন্মাননং সমুচিতং নহি নিষ্ক-দানাৎ
স্যাত্তেন সর্ব্ববসনাভরণানি দাস্যে ॥ ১৮ ॥
তদ্রূপমঞ্জরি ! মদগ্রত এব যূয়ং
চিত্রাম্বরাণি পরিধাপয়ত প্রযত্নৈঃ।
উদ্‌ঘাট্য সম্প্রতি পুরাতন-কঞ্চুকং
দ্রাঙ্ নব্যং সমর্পয়ত তুঙ্গ-কুচদ্বয়েহস্যাঃ ॥ ১৯ ॥
কৌন্দ্যব্রবীৎ সুমুখি ! নোদ্‌ঘটয়াঙ্গমস্যাঃ
সঙ্কোচমাপ্‌স্যতি পরং ভবদগ্র এষা।
তদ্দেহি যদ্ যদয়ি দিৎসসি সর্ব্বমেতদ্
গত্বা স্বধাম পরিধাস্যতি ন ত্বিহৈব ॥ ২০ ॥

অভিলাষিণী হইয়াছ? এই তোমার সেই ধূর্ত্ত নাগর রমণী বেশে আসিয়াছেন !!] তখন শ্রীরাধা বলিলেন "হে সখি ললিতে! হে বরবর্ণিনি! তুমি বিচার করিয়া সত্যই বলিয়াছ, কেবল পদক দানেই ইহার সমুচিত সম্মান করা হয় না, অতএব সকল প্রকার বসন ভূষণই দান করিব ॥" ১৭—১৮ ॥

তৎপরে শ্রীরূপমঞ্জরীকে কহিলেন—"হে রূপমঞ্জরি! আমার সম্মুখেই তোমরা ইহাকে প্রযত্ন সহকারে চিত্র বিচিত্র বসনাদি পরিধান করাও ত, পুরাতন কঞ্চুকটি খুলিয়া ইহার তুঙ্গ কুচযুগলে শীঘ্র নবীন কঞ্চুক পরিধান করাও দেখি !!" ১৯ ॥

কুন্দলতা কহিলেন—"হে সুমুখি! রাধে! ইহার অঙ্গ উদ্‌ঘাটন করাইও না; তাহাতে এই [নবীনা] রমণী তোমার অগ্রে অতিশয়

ন স্ত্রীসদস্যাপি ভিয়ং কুরুতে হ্রিয়ঞ্চ
স্ত্রীতি প্রসিদ্ধি রধিকা সখি ! সর্ব্বদেশে ।
আনন্দ-বর্ত্মনি কথং ন যিযাসসি ত্বং
সঙ্কোচ-কণ্টকমিহার্পয়সি স্বয়ং কিম্ ? ২১ ॥

রাধে ! ন মাল্য-বসনাভরণাদি কিঞ্চি-
দঙ্গীকরোমি কিমু গায়ক-কন্যকাহম্ ?
ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি সকৃৎ পরিরম্ভমেকং
দেহ্যেহি মাং ন ধনগৃধ্নুমবেহি মুগ্ধে ॥ ২২ ॥

বাম্যং কিমত্র কুরুষে পরিধেহি সাধু
নোচেদ্ বলাদপি বয়ং পরিধাপয়ামঃ ।

সঙ্কুচিতা হইবেন ; অতএব, তোমার ইঁহাকে যাহা যাহা প্রদান করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা প্রদান কর, ইনি নিজগৃহে গিয়া পরিধান করিবেন, কিন্তু এই স্থানে পরিধান করিবেন না ॥" ২০ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"সখি কলাবলি ! স্ত্রীসভায় স্ত্রীজাতি কখনই ভয় বা লজ্জা করে না—ইহা সর্ব্বদেশে অধিক প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আনন্দ-পথের অনুসরণ না করিয়া স্বয়ং কেন তাহাতে কণ্টক অর্পণ করিতেছ—বলত ॥" ২১ ॥

কলাবতী কহিলেন—"হে রাধে ! আমি মাল্য, বসন ও আভরণ কিছুই গ্রহণ করিব না—হে মুগ্ধে ! আমি ত আর গায়ক-কন্যা নহি ! তুমি যদি আমার প্রতি প্রসন্নাই হইয়া থাক, তবে একবার মাত্র একটি পরিরম্ভণই দান কর—এস আমার নিকটে আস—আমাকে ধনগৃধ্নু (ধনলুব্ধা) মনে করিও না" ॥২২ ॥

একা ত্বমত্র শতশো বয়মিত্যত স্তে
স্বাতন্ত্র্য মস্তু কথমিত্যবধেহি মুগ্ধে ॥ ২৩ ॥
দ্বে স্কন্ধয়োর্দধতু রঞ্চল মগ্রতোঽস্যাঃ *
পৃষ্ঠে ব্যমোচয়ত কঞ্চুকবন্ধমেকা ।
বক্ষঃস্থলাদপততাং সুবৃহৎ কদম্ব-
পুষ্পে তদা সপদি কর্ত্তিতকিঞ্চিদংশে ॥ ২৪ ॥
কিং হন্ত কিং পতিতমেতদয়ীতি পৃষ্টা †
দাস্যোঽখিলা জহসুরেব সহস্ত-তালম্ ।
লজ্জাবগুণ্ঠনপটা যদি জিহ্রতি স্ম
পৃষ্ঠীচকার তমথো বৃষভানুপুত্রী ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন—"হে সখি! কেন বাম্য করিতেছ? বসনভূষণ ভাল ভাবে পরিধান কর—ইহাতে অসম্মত হইলে কিন্তু আমরা বলপূর্ব্বকই তোমাকে পরিধান করাইব। দেখ—তুমি একাকিনী, আর আমরা শত শত জন আছি; অতএব হে মুগ্ধে! আমাদের সম্মুখে তোমার স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই না—এখনও সাবধান হও, বলিতেছি।" ২৩ ॥

[কলাবলীকে এইকথা বলিয়াই শ্রীরাধা সখীগণকে কঞ্চুক পরাইতে আজ্ঞা দিলেন।) তখন দুইজন সখী ইঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্কন্ধের দুই পার্শ্বের অঞ্চল ধারণ করিলেন এবং একজন পৃষ্ঠদেশে কঞ্চুলিকা-বন্ধন মোচন করিলেন—অমনিই বক্ষঃস্থল হইতে সুবৃহৎ দুইটি কদম্ব কুসুম ভূমিতে পতিত হইল—ঐ পুষ্প দুইটির একদিকে একটু কর্ত্তিত ছিল ॥২৪

শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হায়! হায়! ইহা কি পড়িল হে?" —এই প্রশ্ন শুনিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি দাসী সকল হাতে তালি দিয়া

* মগ্রতো দ্বে

† কিং হন্ত কিং পতিতমত্র মমেতি পৃষ্টা

আলীকুলস্য সুদুরাবর এব বক্তে
বস্ত্রাবৃতোঽপ্যজনি সস্বন এব হাসঃ।
রাধাঽপ্যধান্নিভৃতমস্বনমেব হাস্যং
কৃষ্ণশ্চ কুন্দলতিকা চ জহাস পশ্চাৎ ॥ ২৬ ॥

মূর্ত্তো হাস্যরসো মুহূর্ত্তমভবৎ স্বাদ্য স্ততঃ প্রোচিরে
সখ্যো হন্ত! বৃহৎ কদম্বকুসুমে ধন্যে যুবাং ভূতলে।
ধূর্ত্ত-প্রাপিত-কৈতবে অপি পুন র্নিষ্কৈতবে অন্ততো
ভূত্বা হাস্যরসামৃতাব্ধিমনু যে সর্ব্বা নিধত্তঃ স্ম নঃ ॥ ২৭ ॥

হাসিতে হাসিতে লজ্জায় অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখচন্দ্র আবৃত করিলে বৃষভানু-দুলালী বিমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ২৫ ॥

তখন [শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাপার দর্শনে] সখীগণ হাস্য নিবারণের জন্য নিজনিজ বদন বস্ত্রদ্বারা চাপিয়া রাখিলেও সশব্দ হাস্যধ্বনি হইতে লাগিল। শ্রীরাধাও নিভৃতভাবে নিঃশব্দে হাঁসিতে লাগিলেন, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কুন্দলতাও হাঁসিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬ ॥

তখন সেইস্থলে মুহূর্ত্তকালের জন্য হাস্যরস যেন মূর্ত্তিমান হইয়া আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সখীগণ কদম্ব কুসুমদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বৃহৎ কদম্ব কুসুম যুগল! এই ভূমণ্ডলে তোমরাই ধন্য; তোমরা [স্বভাবতঃই কৈতবশূন্য হইয়াও] এই ধূর্ত্তকর্ত্তৃক কৈতবযুক্ত হইয়াছিলে অর্থাৎ বৃক্ষের কুসুম তোমরা ত আর ধূর্ত্ততা জান না—কিন্তু এই ধূর্ত্তের হাতে পড়িয়া তোমরাও রমণীর কুচযুগলরূপে দৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ নিজ ধূর্ত্ততাই প্রকট করিয়াছিলে, কিন্তু শেষ কালে আবার নিজ ধূর্ত্ততারাহিত্য প্রতিপাদন করিয়া আমাদের সকলকে হাস্যরসামৃত সমুদ্রে নিমজ্জন করিয়াছ!!" ২৭ ॥

ভো ভোঃ কুন্দলতে ! ক তে সহচরী লজ্জা ন সা দৃশ্যতে
পাতালস্য তলে মমজ্জ সলিলে সা কুন্দবল্ল্যা সহ।
তচ্ছায়ৈব ভবামি হন্ত বিগতচ্ছায়াত্র বঃ কিং ব্রুবে
তদ্ যুষ্মদ্-বদনেষু নৃত্যতু গিরাং দেবী যথেষ্টং মুহুঃ ॥২৮॥
প্রেম্না গীষ্পতি-শিষ্যয়া সহ সদা সৎসঙ্গ আজন্মতো
মিথ্যা বাঙ্ নহি জিহ্বয়া পরিচিতা সাধ্বীঃ স্বধর্ম্মং মুহুঃ।
অধ্যাপ্যাতনু কর্ম্ম কারয়সি তে খ্যাতি র্ব্রজে ভূয়সী
নাদ্যাহভূত্তব বাঞ্ছিতং যদিয়তী কাপি ব্যথা সহ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

পরে তাঁহারা কুন্দলতাকে কহিলেন—"ভো! ভো! কুন্দলতে! তোমার সহচরী লজ্জা কোথায় গেল ?" কুন্দলতা বলিলেন—"পাতাল-তলে জলমধ্যে উহা কুন্দলতার সহিত নিমগ্না হইয়াছে—তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না॥" [সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদি কুন্দলতা নিজ সখী লজ্জার সহিত ডুবিয়াই মরিয়া থাকে, তবে তুমি কে ?"] কুন্দলতা বলিলেন—"ওগো! আমি তাহার ছায়া মাত্র। সখীগণ বলিলেন—"তবে তোমাকে বিগতচ্ছায়া (কান্তিহীনা) দেখিতেছি কেন ?" কুন্দলতা—"তাহা আর কি বলিব ? তোমাদের বদনে বাগ্দেবী মুহুর্মুহু যথেষ্ট নৃত্য করুন " ॥ ২৮ ॥

ললিতা কহিলেন—"হে কুন্দলতে ! বৃহস্পতি-শিষ্যার সহিত প্রেম এবং এই সৎসঙ্গে জন্মাবধি সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইয়াছ, মিথ্যাবাক্যের সহিত তোমার জিহ্বার ত পরিচয় নাই ! তুমি সাধ্বীগণে স্বধর্ম্ম অধ্যাপনা করিয়া অতনুকর্ম্ম (সুমহান কার্য, পক্ষে মদন-বিকার) করাইয়া থাক—এই প্রশংসা ত তোমার ব্রজে ভূয়োভূয়ই শুনা যায় ; অদ্য ত তোমার বাঞ্ছিত আর পূরণ হইল না ; অতএব এতাদৃশ [দারুণ] ব্যথাই সহিতে হইল ॥ ২৯ ॥

আনীতা বিবিধপ্রযত্ন-রচিতা বিদ্যাঽতিদূরাদ্ গুরো
র্বিক্রেতুং সুধিয়া ত্বয়াঽদ্য রভসাদালীসদস্যাপণে।
বিক্রীতা নহি সাভবৎ পুন রহো হাস্যাস্পদীভূততাং
প্রাপ্তা দ্রাগশুভক্ষণঃ স হি যদায়াতং ভবন্ত্যামিহ ॥ ৩০ ॥

অত্রাপণে দ্রুতমিমাং ললিতেঽদ্য বিদ্যাং
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমহং যদি সাধয়িষ্যে।
তৎ কঞ্চুকীং বিতরসীহ ন চেদ্দদামি
তুভ্যং স্বকঞ্চুকমহং ক্রিয়তাং পণোঽয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শুষ্কং প্রসূনময়ি কোরকতাং ন গচ্ছেৎ
প্রাণে গতে ন খলু চেষ্টিত এব দেহঃ।

"সখি কুন্দলতে! আজ সুবুদ্ধি তুমি আমাদের সখীসভা রূপ এই আপণে (হাটে) অতিদূর হইতে শ্রীগুরুলব্ধ ও বিবিধ প্রযত্ন রচিত বিদ্যা বিক্রয় করিতে সদর্পে আসিয়াছিলে, হায়! হায়!! তোমাদের সেই বিদ্যা ত বিক্রীত হইলই না, অধিকন্তু তোমরা শীঘ্র হাস্যাস্পদই হইয়াছ!! অহো! আজ তোমরা কি অশুভক্ষণেই এখানে আসিয়াছিলে গো" !! ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"হে ললিতে! আমি যদি এই আপণে (হাটে) শীঘ্র এই বিদ্যা বিক্রয় করিয়া বাঞ্ছিত সাধন করিতে পারি, তবে ঐ কঞ্চুকখানা আমকে দিতে হইবে—তাহা না হইলে আমার কঞ্চুক তোমাকেই দিব—এই পণ কর দেখি'॥ ৩১ ॥

ললিতা বলিলেন—"অয়ি! শঠেন্দ্র! শুষ্ক কুসুম কি কখন কোরকতা প্রাপ্ত হয়? প্রাণ ত্যাগ হইলে দেহ কি কখনও কোন কার্য্য সাধন

দম্ভী কথং বিদিত-তত্ত্ব উপৈতি পূজাং
স্বামিন্! মৃষা প্রতিভয়া ন মলং * প্রযাহি ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণঃ স্ববক্ষসি পুনঃ কুসুমদ্বয়ং তদ্
ধৃত্বা জগাম জটিলা-গৃহমেব সদ্যঃ।
সোচ্চৈঃস্বরং ভুবি নিপত্য তথা রুরোদ
যেনাকুলৈব জটিলা মুহুরাপ খেদম্ ॥ ৩৩ ॥

কা ত্বং, রোদিষি কিং, কুতোঽসি, কিমভূত্তে বিপ্রিয়ং পুত্রি! তৎ
সর্ব্বং ব্রূহি বিমৃজ্য লোচন জল-ক্লিন্নং মুখাম্ভোরুহম্।
হা হা হন্ত ভবামি ভাগ্যরহিতা ধিঙ্ মে জনু ধিক্ তনুং
ধিঙ্ মাং ধিগ্ ধিগিতি প্রবৃদ্ধ-দবথু প্রাচেহর্দ্ধমর্দ্ধং বচঃ ॥ ৩৪ ॥

করিতে পারে? দাম্ভিক ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হইলে কেহ কি আর তাহার পূজা করে? হে স্বামিন্! মিথ্যা প্রতিভা দ্বারা কলঙ্কভাগী যেন না হয়েন" ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পতিত কুসুমদ্বয় উঠাইয়া নিজবক্ষে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ জটিলার গৃহে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়া এমন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন যে জটিলা ব্যাকুলা হইয়াই মুহুর্মুহু খেদ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—।৩৩।

"হে বৎসে! তুমি কে? কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার কি অহিতাচরণ হইয়াছে—এই সকল কথা আমাকে বল দেখি! নয়নজলে অভিষিক্ত মুখকমল মার্জ্জন করিয়া সব কথা বল।" তখন কলাবলি কহিলেন—"হে আর্য্যে! হায়! হায়!! আমি ভাগ্যরহিতা! আমার জন্মে ধিক্! আমার দেহকে ধিক্!!

---

* প্রতিভয়ালমলং প্রযাহি ॥

বাসো মে বৃষভানু-ভূপনগরে শ্রীকীর্ত্তিদায়াঃ স্বসুঃ
কন্যাহং সহ রাধয়া সম সদা সংপ্রীতি রাবাল্যতঃ।
আয়াতাঽস্মি চিরাদহং নিজগৃহাত্তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়া
সা মাং নৈব বিলোকতে ন বদতি প্রেম্না ন চালিঙ্গতি ॥ ৩৫ ॥
মাং দৃষ্ট্বা স্ময়তে * ন নৈব কুশল-প্রশ্নং করোত্যাদরাৎ
তৎ প্রাণৈর্মম কিং প্রয়োজনমিমাং স্ত্যক্ষ্যাম্যহং ত্বৎপুরঃ।
আর্য্যে! ত্বং বিমৃশাবধারয় কদা কো মেঽপরাধোঽভবৎ
তাং ত্বং পৃচ্ছ মুহুঃ প্রদায় শপথং সা মে কথং কুপ্যতি ॥ ৩৬ ॥

আমাকে শত ধিক্!" এই কথা অর্দ্ধ অর্দ্ধ অস্ফুট স্বরে মহাকম্পান্বিত কলেবরে বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

"হে আর্য্যে! আমার বাস বৃষভানু রাজার নগরে, আমি কীর্ত্তিদার ভগিনীর কন্যা—রাধার সহিত বাল্যকাল হইতেই আমার সংপ্রীতি রহিয়াছে। আমি বহুদিন পরে নিজগৃহ হইতে উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিলাম—রাধা কিন্তু আমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিল না—কিছু বলিল না, বা প্রেমভরে একবার আলিঙ্গনও করিল না ॥ ৩৫ ॥

"আমাকে দেখিয়া একবার মৃদু হাস্যও করিল না, আদর করিয়া একবার কুশল প্রশ্নও করিল না; অতএব আমার এই প্রাণধারণে কি প্রয়োজন? আমি তোমার সম্মুখে তনুত্যাগ করিতেছি। হে আর্য্যে! তুমি বিচারপূর্ব্বক অবধারণ কর—আমার কোনও দিন শ্রীরাধা'র নিকট কি কোনও অপরাধ হইয়াছে? মুহুর্মুহু শপথ দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি—সে কেন আমার প্রতি কোপ করিতেছে?" ৩৬ ॥

---

* প্রেয়স্তে।

বৎসে ! সমাশ্বসিহি কোঽপি ন তেঽপরাধো
গচ্ছামি সর্ব্বমধুনৈব সমাদধামি ।
তাং স্নেহয়ামি ভবতীং পরিরম্ভয়ামি
সংলাপয়ামি রজনীং সহ শায়য়ামি ॥ ৩৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা সহসা স্নুষালয়মগাদ্ দৃষ্ট্বালিপালীঃ পুরঃ
প্রাবোচল্ললিতে ! কিমীদৃগভবদ্ বধ্বাঃ স্বভাবোঽধুনা ।
তস্যা স্তাতপুরাদিয়ং স্বভগিনীং তাং দ্রষ্টুমুৎকণ্ঠয়ে
বাগাৎ সা কথমত্র সপ্রণয় মাশ্বেনাং ন সম্ভাষতে ॥ ৩৮ ॥
পশ্যৈষা নয়নাশ্রুসিক্তসিচয়া খিন্নাঽস্মদন্ত র্মহা
কারুণ্যং জনয়ত্যতঃ সুচরিতে ! সাদ্‌গুণ্যপূর্ণে স্নুষে !

জটিলা [কলাবলির এতাদৃশ করুণ আর্ত্তিবাণী শ্রবণে] বলিলেন—"হে বৎসে ! তুমি আশ্বস্তা হও, তোমার কোনই অপরাধ নাই, এক্ষণই আমি যাইতেছি ও সকল সমাধান করিতেছি ; যাহাতে তোমাকে রাধা স্নেহ করে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব—তোমাকে রাধাদ্বারা আলিঙ্গন করাইব—তোমার সহিত তাহার আলাপ করাইব, আর অদ্য রজনীতে দুইজনকে একত্র শয়ন করাইব" ॥ ৩৭ ॥

ইহা বলিয়া জটিলা সহসা নিজ বধূর গৃহে গমন করিলেন—সখীগণকে সম্মুখেই দেখিতে পাইয়া ললিতাকে বলিলেন—"হে ললিতে ! অধুনা বধূর একি [বিষম] স্বভাব হইল ? তাহার পিতার নগর হইতে তাহার নিজ ভগিনী তাহাকে দর্শন করিতে উৎকণ্ঠার সহিত আসিয়াছে ! বধূ প্রণয় সহকারে ইহার সহিত সম্ভাষণ করিতেছে না কেন ?" ॥ ৩৮ ॥

জটিলা তখন শ্রীরাধাকে বলিলেন "হে সুচরিতে ! হে সদ্‌গুণ পূর্ণে !

এনাং সাধু পরিষ্বজস্ব কুশলং পৃচ্ছ প্রিয়ং কিঞ্চন
ব্রূহ্যস্যা হৃদয়ব্যথাপসরতু প্রীণীহি মাং প্রীণয় ॥ ৩৯ ॥
আর্য্যে ! যাহি গৃহং যথাঽঽদিশসি তৎ কুর্ব্বে সুখেনাধুনা
শেষ্বৈতাবতি বালিকা-জন-বৃথা-বাদে স্বয়ং মাপত ।
বালাল্যঃ সদৃশোঽল্পবুদ্ধিবয়সোঽভীক্ষ্ণপ্রসাদক্রুধ
স্তাসু ত্বাদৃগপারবুদ্ধি রতুলা প্রমাণিকী কি পতেৎ ॥ ৪০॥
উত্তিষ্ঠ মা বদ পরং মম মূর্দ্ধ্ন এব
দত্তো ময়া শপথ আশু গলে গৃহাণ ।
আত্মস্বসারমনয়া সহ ভুঙক্ষ্ব শেষ
মা ভিন্ধি মে গুরুজনস্য নিদেশমেতৎ ॥ ৪১ ॥

হে স্মুখে !! ঐ দেখত উহার নয়নজলে বসন ভিজিতেছে—উহাকে খেদ করিতে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে মহা করুণা উদিত হইয়াছে। ইহাকে ভালরূপে আলিঙ্গন কর, কুশল জিজ্ঞাসা কর, কিছু প্রিয়বচন বল, উহার হৃদয়-ব্যথা অপসারিত হউক, উহাকে ও [পূর্ব্ববৎ] আনন্দ দান কর এবং আমাকেও সন্তুষ্ট কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীরাধা কহিলেন—"হে আর্য্যে ! তুমি গৃহে গমন কর, তোমার আদেশ অনুসারে আমি কার্য্য করিতেছি ; এক্ষণে তুমি সুখে শয়ন কর —বালিকাগণের বৃথা বাদ বিবাদে তুমি যেন যোগ দিও না ! বাল-সখীগণ সকলেই সমান—ইহাদের বয়স যেমন অল্প, বুদ্ধিও তেমনই অল্প, ক্ষণে ক্ষণে ইহাদের প্রসন্নতা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, অতএব তাহাদের মধ্যে তোমার মত অপার বুদ্ধিশীলা প্রামাণিকীদিগের আগমন করা কি যুক্তিযুক্ত" ? ৪০ ॥

জটিলা বলিলেন—"হে স্মুখে ! উত্থান কর, ইহার পর আর কোনও কথা কহিও না, আমার মাথার শপথ দিলাম। শীঘ্রই নিজ ভগিনীকে

আর্য্যে ! সপ্রৌঢ়ি মামাদিশাসি যদি ততো বচ্মি সত্যং যদেষা
প্রাবোচৎ কুন্দবল্লীং কটুতর মধিকং দুঃসহং তেন কোপাৎ।
নাস্যাঃ বক্ত্রং বিলোকে যদি পুনরধুনা সেয়মস্যাং প্রসীদেৎ
তর্হ্যেবাহং প্রসন্না দিশসি যদখিলং তৎ করোম্যেব বাঢ়ম্ ॥ ৪২ ॥
আর্য্যে ! বক্তি মৃষা স্নুষা তব ন মামেষা কটু ব্যাহরন্
নাপ্যস্যৈ কুপিতাঽস্মি তাং প্রতি ততঃ প্রোবাচ রাধা স্ফুটম্।
কিং মিথ্যা বদসীহ কুপ্যসি ন চেদস্যৈ প্রসীদস্ত্বলং
কণ্ঠগ্রাহমিয়ং ত্বয়াদ্য রভসাদালিঙ্গ্যতামগ্রতঃ ॥ ৪৩ ॥
তূষ্ণীং স্থিতাং সপদি কুন্দলতাং বিলোক্য
প্রাহ স্ম সপ্রতিভমেব ভদ্রা মৃগাক্ষী।

কণ্ঠে গ্রহণ কর, উহার সহিত একত্র ভোজন কর ও শয়ন কর ; আমি ত তোমার গুরু জন, আমার এই বাক্য লঙ্ঘন করিও না” ॥ ৪১ ॥

তখন শ্রীরাধা বলিলেন—“হে আর্য্যে ! তুমি যখন আমাকে প্রৌঢ়ির সহিত আদেশ করিতেছ, তখন আমিও সত্য কথাই বলিতেছি। এই নারী কুন্দলতাকে অতিশয় কটুতর বচন বলিয়াছে, তন্নিমিত্ত রোষ বশতঃ ইহার বদন আমি অবলোকন করিব না। কিন্তু এখন যদি ইনি কুন্দলতার প্রতি প্রসন্না হয়েন, তাহা হইলে আমিও প্রসন্ন মনে তুমি যাহা আদেশ করিলে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিব ॥ ৪২ ॥”

কুন্দলতা কহিলেন—“হে আর্য্যে ! তোমার বধূ মিথ্যা বলিতেছে, ইনি আমাকে কটু বাক্য বলেন নাই ; আমিও ইহার প্রতি কোপ করি নাই।” এখন কুন্দলতাকে শ্রীরাধা স্পষ্টতঃই বলিলেন—“তুমি কেন আর্য্যার নিকট মিথ্যা বলিতেছ হে ? যদি ইহাঁর প্রতি কোন কোপ নাই থাকে এবং তুমি সুপ্রসন্নাই হইয়া থাক, তবে আমাদের সম্মুখে কণ্ঠ ধারণ করিয়া ইহাঁকে আলিঙ্গন কর ত দেখি ॥” ৪৩ ॥

আর্য্যে ! পরামৃশ চিরং কতরাত্রবীন্নৌ
মিথ্যেতি তাং পরিভবস্য বিধেহি পাত্রীম্ ॥ ৪৪ ॥
এতাং যদত্র ন পরিষ্বজতে সহর্ষং
তৎ কোপলিঙ্গমিহ কঃ খলু সংশয়ঃ স্যাৎ ।
বৃদ্ধাহবদন্মম বধূ রিহ বক্তি সত্য
মন্তঃ প্রসীদতি ন কুন্দলতা যদস্যাম্ ॥ ৪৫ ॥
যেন প্রসীদসি তদেব করোমি কৌন্দি !
মান্যাহস্মি তেহস্য রচিতাহঞ্জলি রস্মি তুভ্যম্ ।
বিক্ষ্যেব মন্মুখমিমাং পরিরব্ধুমেসি
নাতঃ পরং বদ হ হা শপথো মমাত্র ॥ ৪৬ ॥

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্দলতা নীরব থাকিলে তথন মৃগনয়না শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ জটিলাকে প্রতিভার সহিত বলিলেন—"হে আর্য্যে ! এখন বিচার কর ত—আমাদের দুইজনের মধ্যে কে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। এক্ষণে তাহাকেই তিরস্কার কর ॥ ৪৪ ॥

"যখন কুন্দলতা এই রমণীকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিল না, ইহাই যে বিশেষ কোপচিহ্ন, তাহাতে কি আর সংশয় আছে ?" তখন বৃদ্ধা বলিলেন —"আমার বধূই সত্য বলিতেছে—কুন্দলতা ইহার দোষ ক্ষমা করিয়া ইহাকে প্রসাদ করিতেছ না ॥ ৪৫ ॥

"হে কুন্দলতে ! তুমি যাহাতে প্রসন্না হও, তাহাই করিতেছি। দেখ, আমি তোমার মান্যপাত্র, অদ্য তোমার কাছে হাত জোড় করিতেছি ; আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহাঁকে আলিঙ্গন করিতে আইস, তুমি আর কোন কথা বলিও না ; হায় !! হায় !! ইহাতে আমার মস্তকের শপথ" ॥ ৪৬ ॥

আর্য্যা দদাতি শপথং ন বিভেষ্যতোঽপি
কা ধীরিয়ং তব তদেহি পরিষ্বজস্ব ।
ইত্যালয়শ্চ জটিলা-কুটিলে চ ধৃত্বৈ-
বালিঙ্গয়ন্ বত মিথো হরিকুন্দবল্ল্যৌ ॥ ৪৭ ॥
বৃদ্ধা তদা কিল ন চেদভবিষ্যদারা
দালীততে র্হসরসো ন বিরামমৈষ্যৎ ।
তাশ্চেলরুদ্ধবদনা স্তদপি প্রহাসং
নিঃশব্দমেব বিদধুশ্চ দধুশ্চ মোদম্ ॥ ৪৮ ॥
বৃদ্ধা বধূমথ জগাদ নিজ-স্বসারং
ব্রূহি প্রিয়ং পরিরভস্ব চ নির্ব্বিবাদম্ ।
ইত্যাত্মপাণিবিধৃতৌ দ্রুতমেব রাধা-
কৃষ্ণৌ মিথোঽতিপরিরম্ভমবাপয়ন্তৌ ॥ ৪৯ ॥

[ইহার পরে ও কুন্দলতা নিশ্চেষ্ট থাকিলে] সখীগণ বলিলেন—"হে কুন্দলতে! আর্য্যা শপথ দিতেছেন! ইহাতেও তোমার ভয় নাই? এ তোমার কিরূপ বুদ্ধি হে? আইস, ইহাকে পরিরম্ভণ কর॥" ইহা বলিয়া সকল সখী মিলিয়া এবং জটিলা ও কুটিলা তাঁহাকে ধরিয়াই নিয়া হরির সহিত আলিঙ্গন করাইলেন॥ ৪৭ ॥

সেই সময়ে বৃদ্ধা জটিলা যদি নিকটে না থাকিতেন, তবে সখীগণের হাস্যরস আর কিছুতেই বিরাম হইত না! তথাপি তাঁহারা বসনে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দেই হাসিয়া হাসিয়া মহানন্দ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮ ॥

তদনন্তর বৃদ্ধা নিজ বধূকে বলিলেন—"হে স্নুষে! এখনে নিজ ভগিনীকে ত প্রিয় সম্ভাষণ কর, নির্ব্বিবাদে পরিরম্ভণ কর," ইহা বলিয়া

হর্ষাশ্রুবিন্দু নিকরং মুদতং *প্রতিস্ব-
চেলেন ভোঃ সুখয়তঞ্চ মিথো ভগিন্যৌ ।
সম্ভুজ্য কিঞ্চন সুখেন কৃতৈকতল্প-
স্বাপে দৃঢ়প্রণয়তো নয়তং ত্রিযামাম্ ॥ ৫০ ॥
বৃন্দা জগাম শয়িতুং নিজগেহমারাৎ
কৃষ্ণং প্রগল্ভতরতাং দধদাখ্যদালীঃ ।
বিদ্যাং বিগীততমতাং গমিতামপি দ্রাগ্
বিক্রীয় বাঞ্ছিতমবিন্দমতো জিতাঃ স্থ ॥ ৫১ ॥
ভ্রাতর্বধূর্যদিহ ভোঃ সমভোজি তস্মাদ-
ত্রৈব বাঞ্ছিতমলস্তি জয়শ্চ ভূয়ান্ ।

শীঘ্রই এক হস্তে শ্রীকৃষ্ণকে এবং অন্য হস্তে শ্রীরাধাকে ধারণ করিয়া উঁহাদের উভয়কেই মহাপরিরম্ভণ-পাশে আবদ্ধ করাইলেন ॥ ৪৯ ॥

বৃন্দা পুনরায় দুইজনকে বলিলেন—"হে ভগিনীযুগল! এখনে পরস্পরের আলিঙ্গনে যে হর্ষাশ্রু বিন্দুরাজি বর্ষণ হইতেছে, তাহা তোমরা পরস্পর বসনাঞ্চলদ্বারা দূর কর, পরস্পর সুখানুভব কর। সুখে কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া এক শয্যায় নিদ্রিত হইয়া দৃঢ়া প্রীতির সহিত রাত্রি অতিবাহিত কর" ॥ ৫০ ॥

ইহা বলিয়াই বৃন্দা দূরে নিজমন্দিরে শয়ন করিতে চলিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রগল্ভতার সহিত সখীগণকে বলিলেন—"দেখ হে সখীগণ! আমার যে বিদ্যা বিগীততমতা প্রাপ্ত (অতিশয় নিন্দার্হ) হইয়াছিল—তাহাই ঝটিতি বিক্রয় করিয়া বাঞ্ছিত লাভ করিলাম, সুতরাং তোমরা আমার নিকট পরাজিত হইয়াছ ॥ ৫১ ॥

---

* মৃজতং

সেতু র্যদি ত্রুটিত এব তদার্দ্ধভুক্তা
নৈবাস্ত্বিয়ং ভবতু পূর্ণমনোরথৈব ॥ ৫২ ॥

ভ্রাত্রাপি শুদ্ধমনসা ভগিনী সুতাপি
পিত্রাহত্র কিং ন পরিরভ্যত এব লোকে।
যুষ্মাকমানখশিখং স্মরভাব এব
তীব্র স্তদাত্মসমমেব জগচ্চ বেত্থ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যুক্তবত্যতিরুষেব নিবেশ্য কুন্দ-
বল্লী বহির্ভবনমেব যদাধ্যতিষ্ঠৎ।
তস্যাঃ প্রসাদন-কৃতে নিরগুশ্চ সখ্য—
স্তত্রৈক এব কুসুমেষু রপাদ্ যুবানৌ ॥ ৫৪ ॥

ললিতা কহিলেন—"হে নাগররাজ! ভ্রাতৃ-বধূ উপভোগ করিয়া অদ্যই তোমার অভিলষিত লাভ হইয়াছে, আর প্রচুরতর জয়লাভও করিয়াছ! মর্য্যাদা যখন ভঙ্গই হইয়াছে, তখন ইঁহাকে আর অর্দ্ধভুক্তা না করিয়া পূর্ণমনোরথাই কর॥" ৫২॥

কুন্দলতা বলিলেন—"হে ললিতে! শুদ্ধচিত্ত ভ্রাতা ভগিনীকে এবং শুদ্ধহৃদয় পিতা তনয়াকে কি আলিঙ্গন করে না? তোমাদের আপাদমস্তক তীব্র অনঙ্গভাবে জর্জরিত কি না, তাই জগৎকে আত্মবৎই দেখিয়া থাক" ॥ ৫৩ ॥

এই কথা বলিয়াই অতিক্রোধভরেই যেন কুন্দলতা বহির্ভবনে চলিয়া গেলেন—তখন তাঁহার প্রসন্নতা-বিধান জন্য সখীগণ ও বাহিরে গেলেন। সেইস্থানে কেবল কুসুমধনুঃ (কামদেবই) যুগলের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥

স্বভ্রূবিভঙ্গ কুটিলাস্য সরোজ সীধু—
মাদ্যন্মধুব্রতবিলাস-সুসৌরভাণি।
সম্প্রাপ্য জালবিবরেষু জুঘূর্ণুরেব
প্রেষ্ঠালয়ঃ প্রতিপদং প্রমদোর্ম্মিপুঞ্জৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকায়াং চতুর্থং কুতুহলম্ ॥ ৪ ॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। ওঁ তৎ সৎ ॥

—— o ——

তখন বহিঃস্থিত প্রিয় সখীগণ শ্রীরাধার ভ্রূভঙ্গজনিত কুটিল বদন-সরোজের মধুপানে মত্ত মধুসূদনের (শ্রীকৃষ্ণের, ভৃঙ্গের) বিলাসাদির সুন্দর সৌরভরাজি প্রাপ্ত হইয়া জালরন্ধ্রে নয়নদান করিয়া পরমানন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গরাজিতে ভাসমান হইয়া প্রতিপদে ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি চতুর্থ কুতূহল ॥ ৪ ॥

শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকার আক্ষরিক অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীমদ্গুরবে সমর্পণমস্তু ॥

—— o ——